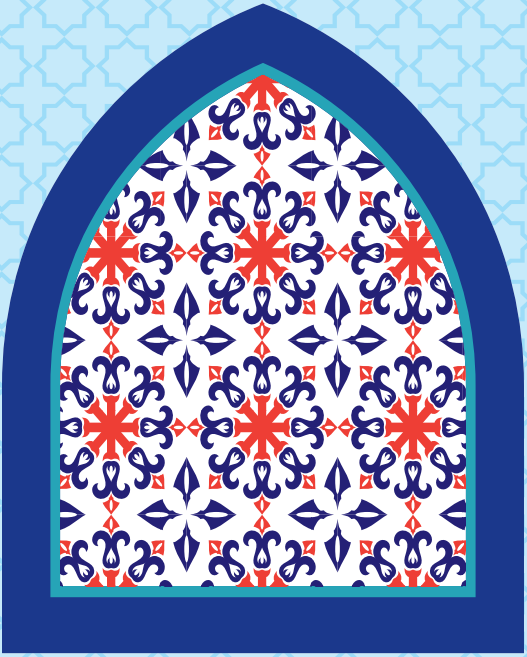

জান্নাত লাভের মূল শক্তি

ঈমান ও আমলে সালেহ

জান্নাত লাভের মূল শক্তি: ঈমান ও আমলে সালেহ

MARZIA KARIM Foundation

জান্নাত লাভের মূল শক্তি: ঈমান ও আমলে সালেহ

গ্রন্থনায়

সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি

উন্নয়ন বিশ্লেষক ও গবেষক

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারযিয়া করিম ফাউন্ডেশন

ও

মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

এম এ (দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়)

বি এ অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ, মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়)

বি এ অনার্স (আরবি সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

খতিব, পরিবাগ জামে মসজিদ

সম্পাদক, মাসিক জিজ্ঞাসা।

প্রকাশনায়

MARZIA KARIM *Foundation*

জান্নাত লাভের মূল শক্তি: ঈমান ও আমলে সালেহ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি

: মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : ৫ ই মার্চ ২০২৫/ ০৪ রমজান ১৪৪৬

প্রথম সংস্করণ : ২০ ই মে ২০২৫/ ২১ জিলকদ ১৪৪৬

প্রকাশক : MARZIA KARIM Foundation

E-mail: saalmuti@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকদ্বয় কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : কুরআনের মর্মার্থ চর্চায় স্বতঃফূর্ত সহযোগিতা

Main Strengths to the Path of Paradise: Faith and Good Deeds

Compiled and Edited by:

Syed Abdullah Al-Muti and Muhammad Tajul Islam

Published by:

Marzia Karim Foundation, Eskaton, Dhaka.

E-mail: saalmuti@gmail.com

ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

আল্লাহর অস্তিত্ব, অনুগ্রহ এবং বিচারের ওপর পূর্ণ আস্থা এবং কুরআনের উপদেশ জীবনের সুখ দুঃখের পথে অবলম্বনই দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের সাফল্যের মূল শক্তি। কুরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশিত চলার পথকে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করার তাগিদ থেকেই এই সংকলন এর পরিকল্পনা।

কুরআন এর উপদেশ বোঝা, আমল করা এবং জীবনে বাস্তবায়ন করার প্রধান প্রতিবন্ধকতা মূলত কুরআন না বুঝে পড়ার একটা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা। কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআন খতম করার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রচলিত পরিবেশে কুরআনের মর্মকথা আমল করার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার মাত্রা খুবই নগণ্য। এর ফলে আল্লাহ প্রদত্ত উপদেশসমূহ সঠিকভাবে মানুষের মধ্যে পৌঁছাচ্ছে না এবং এর অভাবে কুরআন সুন্নাহ বিবর্জিত গল্প এবং ধ্যান-ধারণার কবলে মানুষের মধ্যে শিরক এর মতো কঠিন অন্যায় সমাজে বহুল প্রচলিত।

নামাজ, রোযা, হজ ও জাকাতসহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের গভীরে যে অন্তর্নিহিত শিক্ষা, তা মানুষের জীবনে বাস্তবায়নই হতে পারে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের মূল সূত্র। আল্লাহর দেখানো সহজ সঠিক পথে হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার প্রধান এবং প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে, কিতাবে আল্লাহ যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা মাতৃভাষায় শেখার চেষ্টা করা এবং এর গুরুত্বকে মানুষের মধ্যে জাগ্রত করা।

পরিবাগ জামে মসজিদের খতিব এবং মাসিক 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম এর উৎসাহ ও আন্তরিক সহযোগিতা এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কাজ হাতে নেয়ার সাহস যোগায়। পাণ্ডুলিপির খসড়া তৈরিতে এবং সংশোধনীর ব্যাপারে সর্বজনাব আল মারুফ রহমান, মোহাম্মদ ফোরকান জাকি ও নাফিজ আল রাজি ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা করেন। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ ডিজাইনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার জন্য এশা মিশকাত ও হাসান আল ফরিদী কৃতিত্বের দাবিদার। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

অসাবধানতাবশত এবং ভাষা সহজ করে উপস্থাপনার লোভে যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে, তা সংশোধনের জন্য পরামর্শের দরজা উন্মুক্ত থাকবে। পরম করুণাময়ের নিকট আমাদের এই নগণ্য প্রয়াশকে গ্রহণ করার নিবেদন করি এবং এই সুযোগ দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি
ঢাকা, মার্চ ২০২৫

প্রাথমিক কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মুসলিম হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাঁরই দাসত্ব করার তাওফিক দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত তার অনুসারীদের প্রতি।

কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মহা ঐশীগ্রন্থ। এটি মানুষের জন্য একমাত্র হেদায়াতগ্রন্থ ও মুক্তির সনদ। শুধু তাই নয়; বরং এটি বিপথগামী মানুষের জন্য সঠিক পথনির্দেশক ও সহায়কও বটে। এ কুরআনেই মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্যই এ গ্রন্থটি আমাদের দিয়েছেন। দুনিয়াতে যেমনিভাবে এর মাধ্যমে আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে; আখেরাতেও তেমনি এতে আমাদের মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। কেয়ামতের কঠিন ময়দানে হতাশাগ্রস্থ বনি আদম যারা দুনিয়াতে কুরআন তেলাওয়াত করেছিল তাদের জন্য এই কুরআনই হবে একমাত্র সহায়তাকারী ও সুপারিশকারী (সহিহ মুসলিম: ৮০৪)।

আমরা কতটা হতভাগা জাতি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে মুক্তির সনদটি দিলেন তাতে তিনি আমাদের কী বলেছেন, কেন বলেছেন, এতে আমাদের ফায়েদা কী? আমরা অনেকেই একবারের জন্যও এটি ভাবি না। আমাদের মনে তাতে কী বলা আছে তা জানার জন্য সামান্যতম আগ্রহও তৈরি হয় না। অথচ এটি এমন এক গ্রন্থ, যিনি এর স্বাদ বুঝতে পেরেছেন তিনি কেবল তা তেলাওয়াত ও বোঝার মধ্যে স্বাদই আস্বাদন করে যাচ্ছেন। যতই পড়েন ততই তার ঈমান বাড়তে থাকে এবং পড়ার স্বাদও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মানবজাতির মুক্তির সনদ হিসেবে এ কুরআন আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির জন্য দু'টি বিষয়ের প্রতি বারবার তাগাদা দিয়েছে। তার একটি হলো ঈমান এবং অপরটি হলো আমলে সালেহ বা নেক আমল। পৃথিবীর নেয়ামতগুলোর মধ্যে ঈমান হলো সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান বিষয়। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য পবিত্র কুরআনে কিছুদূর পরপরই এ দু'টি আমলের কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা হতভাগা অনেকেই মহান আল্লাহর এ ভালোবাসা ও মহব্বতের কদর বুঝতে পারছি না। সমাজের এসব ঘুমন্ত মানুষদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঈমানের পাশাপাশি নেক আমলের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন। আমিন!

মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

সূ | চি | প | ত্র

বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার ০৭

আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব ১১

ঈমানের পরিচয় ও গুরুত্ব ২১

ঈমানে অবিচল থাকার পূর্বশর্ত ২৭

ঈমান মজবুত করার অবিরাম প্রক্রিয়া ৩৩

আমলে সালেহ: পরিচয় ও গুরুত্ব ৪১

আল-কুরআনে আমলে সালেহ-এর গুরুত্ব ৪৫

কুরআনে সৎকাজের সুস্পষ্ট বর্ণনা ৫১

ঈমান ও আমলে সালেহ একে অপরের পরিপূরক ৫৫

অপরের কল্যাণ প্রাধান্য দেয়া তাৎপর্যময় আমলে সালেহ ৫৭

সুন্দর ও নম্র আচরণ ৬১

অনেক বড় আমলে সালেহ

কুরআনে দোআ ও প্রার্থনার গুরুত্ব ৬৫

মহান আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞

“তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। যারা কোনো পাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি জুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত গুনাহসমূহের ক্ষমাকারী কেই-বা আছে এবং তারা জেনে শুনে নিজেদের (পাপ) কাজের পুনরাবৃত্তি করে না” (সুরা আলে ইমরান: ১৩৩-১৩৫)।

বিশ্বাস, সৎকর্ম ও পুরস্কার

কুরআনে আল আখেরাহ শব্দটি বিভিন্ন সুরায় বর্ণিত আছে এবং বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই দুনিয়ার ভোগবিলাস আখেরাতের সৌভাগ্যের তুলনায় তুচ্ছ। যদিও ইসলাম এবং আল কুরআন এই পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য পথপ্রদর্শক, একইভাবে এর মাধ্যমে পরকালের উপর বিশ্বাস এবং আখিরাতের জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার আছে। কুরআনের দুইটি আয়াতে আখিরাতের গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۞

"যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য পরকালের ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে কেউ ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দেই, পরকালে এদের জন্য কিছুই থাকবে না" (সুরা শুরা: ২০)।

তিনি আরো বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞

"এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া কিছুই নয়। পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন। যদি অবশ্য ওরা তা জানতো" (সুরা আনকাবুত: ৬৪)।

এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান যে, মু'মিনদের জন্য সত্যিকারের সাফল্য রয়েছে আখিরাতের রাস্তা মজবুত করার প্রচেষ্টায়, দুনিয়ার কল্যাণকে অগ্রাহ্য করে নয়। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামের আসল শিক্ষা।

প্রতিদিন আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি। আমরা সহজেই এ জান্নাত পেতে চাই। এর জন্য সঠিক পথ অবলম্বন করি না। জান্নাত লাভের জন্য সঠিক পথ হলো ঈমানে অবিচল থাকা এবং নেক আমল সর্বদা চালিয়ে যাওয়া।

কুরআন ও হাদিস পড়লে আমরা দেখতে পাই যে, কিছু কাজ মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়, মানুষকে জান্নাতে পৌঁছাতে সহায়ক হয়। মানুষকে আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে। আবার কিছু কাজ মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়।

কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা আরো জানতে পারি যে, জান্নাতের চাবি হচ্ছে 'বিশ্বাস' এবং 'সৎ কাজ'। কুরআনে আল্লাহ যতবার জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ততবারই বিশ্বাস ও সৎকর্মকে এর পূর্বশর্ত করেছেন। এই বিশ্বাস ও সৎকর্মের বিস্তারিত তালিকাও আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের উঠা-বসা ও চালচলনের সাথে সেই তালিকার সম্পর্ক খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। একদিক থেকে আমরা জান্নাত লাভের আশা করছি; আর আরেকদিক থেকে নেক আমল বা আমলে সালেহ থেকে দূরে থাকছি। এই পথে আমাদের স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবায়ন সম্ভব তা আমাদের বিবেককে প্রশ্ন করলেই এর উত্তর পেয়ে যাবো।

আমরা অবগত আছি যে, দুনিয়াতে আমাদের আগমনের মূল মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে তার রেজামন্দি অর্জন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে" (সুরা জারিয়াত: ৫৬)।

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, দুনিয়ার জীবনের আসল উদ্দেশ্য হলো একমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তার ইবাদত করা। আর তাঁর ইবাদতের প্রথম শর্ত হলো তাঁর প্রতি ঈমান; তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাসের পাশাপাশি বিশ্বাসের চাহিদামূলক কাজগুলো করা যাকে আমলে সালেহ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে ঈমান ও আমলে সালেহের সংযোজন ঘটিয়ে এ দু'টিকে জান্নাতে যাওয়ার ও সফলতা লাভের অন্যতম মাধ্যম বলা হয়েছে।

আমরা চাইলে বলতে পারি যে, সহজে জান্নাতে যাওয়ার বাহনের মাত্র দু'টি চাকা।

এক. ঈমান;

দুই. আমলে সালেহ বা সৎ কাজ।

যারা এই দু'টি বিষয়কে অবলম্বন করতে পারে তাদের জন্য জান্নাতসহ অনেক পুরস্কার রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো। একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে" (সুরা বাকারা: ২৫)।

পবিত্র কুরআনের এ জাতীয় আয়াতসমূহ পড়ে আমরা একটি বিষয় নিশ্চয়ই অনুধাবন করি যে, আমলে সালেহ (সৎ বা নেক আমল) ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ? ঈমান আনা ও আমলে সালেহ করা ব্যতীত মু'মিন বা মুসলিম হওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব যেমন দু'টি তারের সমন্বয়ে তার কিরণ উদ্ভাসিত করে ঠিক তেমনি একজন মু'মিন যখন ঈমান ও আমলে সালেহের সমন্বয় ঘটায় তখন তার দুনিয়া ও আখেরাত আলোতে উদ্ভাসিত হয়।

কাজেই ঈমান ছাড়া আমলে সালেহ অথবা আমলে সালেহ ছাড়া ঈমান কোনোটিই ইতিবাচক ফলাফল দিবে না। বরং একতার বিশিষ্ট লাইট বা বাল্বের ন্যায় অকেজো হয়েই থাকবে। আর যাদের মাঝে ঈমানও নেই এবং আমলে সালেহও নেই তাদের তো সবই বৃথা। তারা সর্বদা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। সুরা আসরেও আল্লাহ তাআলা এ কথাই বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَالْعَصْرِ ۙ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۙ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞

"সময়ের কসম। নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, আমলে সালেহায় যুক্ত ছিলো, হকের পথে অবিচল থেকেছে এবং (বিপদে-মুসিবতে) ধৈর্য্য ধারণ করেছে" (সুরা আসর: ১-৩)।

এই সুরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকতে পারে তন্মধ্যে প্রথম গুণটি হচ্ছে ঈমান।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঈমানের পরে দ্বিতীয় যে বিষয়টি মানুষের জন্য অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজের প্রতিযোগিতা করা। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় আমলে সালেহ। সমস্ত সৎকাজ এর অন্তর্ভুক্ত। কোনো ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ঈমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো সৎকাজের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই কুরআন মাজিদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ঈমানের কথা বলা হয়েছে এবং সুরা আসরে ঈমানের পরেই আমলে সালেহ বা নেক আমলের কথা বলা হয়েছে।

আল-কুরআনের
পরিচয় ও গুরুত্ব

আল কুরআন মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী। মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। চিরন্তন হিদায়াতের উৎস। মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। মহান আল্লাহ মানবজাতির ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তাদের নিকট যে গ্রন্থটি পাঠিয়েছেন তা-ই হলো কুরআন। যা সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য এমন এক সংবিধান যা মানুষের স্রষ্টা মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য করে লিপিবদ্ধ করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত আসা যত সমস্যা রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে এ কুরআনে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল সমস্যার সমাধান এতে স্পষ্টভাবে দেয়া আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি" (সুরা আনআম: ৩৮)। আমরা এখান থেকে সমস্যার সমাধান নিতে পারছি না তা আমাদের ব্যর্থতা। এটি 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহর কালাম। যা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে (সুরা নিসা: ৮২; আন'আম: ১১৫; আ'রাফ: ৩৫; হামীম সাজদাহ: ৪২; ওয়াকি'আহ: ৭৭-৮২; হাক্কাহ: ৪৩; দাহর: ২৩; সহিহ ইবনু হিববান: ৭৭৪)।

কুরআন অর্থ

'কুরআন' শব্দটি আরবি। এর অর্থ হল, পড়া, তিলাওয়াত করা, আবৃত্তি করা, বহুল পঠিত ইত্যাদি। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিন কোটি-কোটি মুসলিম এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সুরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে 'আল-কুরআন'। 'কুরআন'-এর আরো একটি অর্থ হলো 'পরিপূর্ণ'। ইবনুল ক্বাইয়িম রহ. বলেন, "সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণভাবে সঞ্চিত হওয়ার কারণে একে 'কুরআন' বলা হয়েছে"। আল্লাহ বলেন, "তোমার প্রভুর কালাম সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ" (সুরা আনআম: ১১৫)। অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি কথাই সত্য এবং প্রতিটি বিধানই ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ।

আল-কুরআনের পরিচয়

"হে মানবসমাজ, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে উপদেশ, অন্তরের ব্যধির নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া" (সুরা ইউনুস: ৫৭)। আল্লাহ স্বয়ং কুরআনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এই কিতাব হলো 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন' (সাবধানিদের জন্য পথপ্রদর্শক)।

কুরআন মানবসমাজের জন্য সম্পূর্ণ জীবনবিধান - ইহকালের কল্যাণ ও পরকালের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। কুরআন নাজিলের মূল লক্ষ্য হলো, তা থেকে হেদায়েত ও শিক্ষা নিয়ে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পথে চলা এবং একে অপরকে সৎকাজে উৎসাহিত করা।

কুরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে?

মহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে" (সুরা মুজ্জাম্মিল: ৪)। শুদ্ধ এবং সুন্দর তিলাওয়াত একদিকে যেমন মনের প্রশান্তি আনে, তেমনি গভীর বোধ ও মনন নিয়ে কুরআন পাঠের মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান মেলে ও রবের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

কুরআন পড়া ও শোনার মাধ্যমে উন্নত তাকওয়া লাভের পথ সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ বলেন: "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং নীরব থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়" (সুরা আ'রাফ: ২০৪)। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা নিজেরা কুরআন শেখে এবং অন্যকেও কুরআন শেখায়" (সহিহ বুখারি: ৫০২৭)।

কুরআনের আয়াতে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করার উপযুক্ত সময়ের বিষয়েও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তোমার উপর গুরুভার কালাম নাজিল করব (বিশ্বের বুকে যার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বভার অতি বড় কঠিন কাজ)। নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী। নিশ্চয় দিনের বেলায় আপনার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা " (সুরা মুজ্জাম্মিল: ৫-৭)

কুরআন কি বোঝার জন্য সহজ?

পরম করুণাময় আল্লাহ কুরআনের মর্মকথা বোঝার গুরুত্ব পরিষ্কার করেই উপস্থাপন করেছেন। "উপদেশ গ্রহণের জন্য আমিতো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কেউ কি তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে?" (সুরা কমার: ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

কুরআনের উপদেশ শুদ্ধ তেলাওয়াতের পাশাপাশি, ভাবনা চিন্তারও অপরিসীম গুরুত্ব রাখে। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, "আমি এ কল্যাণকর কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতগুলো বোঝার চেষ্টা করে, আর বোধসম্পন্নরা এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে" (সুরা সা'দ: ২৯)।

এ সৃষ্টিজগতে দুনিয়াবী চোখে কখনোই কেউ তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে দেখতে পাবে না (সুরা আন'আম: ১০৩)। তবে তাঁর 'কালাম' দেখে, পড়ে, শুনে ও বুঝে হেদায়াত লাভ করতে পারবে। কুরআনের ভাব ও ভাষা, এর প্রতিটি বর্ণ, শব্দ ও বাক্য আল্লাহর। জিবরিল আ. ছিলেন বাহক এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাদাতা। কুরআন লওহে মাহফূযে (সুরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ ছিল' (সুরা বুরূজ: ২১-২২)। সেখান থেকে আল্লাহর হুকুমে ক্রমে ক্রমে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মহানবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন।

কুরআনের বিষয়াবলির মধ্যে চারটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য: ১. স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক, ২. স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ৩. মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ৪. মানুষের সঙ্গে অন্যান্য সৃষ্টির সম্পর্ক। যেসকল বিষয় মানবজাতির কল্যাণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত এবং যেগুলি সকলেরই জানা উচিত সেগুলি হলো: ক) মানবের পার্থিব অবস্থা ও তার জীবন-যাপন পদ্ধতির সংশোধন ও উন্নতি বিধান; খ) মানবাত্মার উন্নতি ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে উপদেশাবলি ও বিধানাবালি প্রদান এবং দৃষ্টান্তসমূহের উল্লেখ; গ) মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল ও সৌভাগ্য সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ; ঘ) আন্তরিক দৃঢ়তা, উন্নত মনোবল এবং সাহসিকতা অর্জনের লক্ষ্যে পূর্বের নবি-রাসুলগণের জীবনী বর্ণনা; ঙ) সামাজিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় রীতি-নীতি, আদব-কায়দা ও কর্তব্যসমূহের বর্ণনা; চ) সৎ ও ন্যায় কার্যাবলি সম্পাদনের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ ও অন্যায় কার্যাবলি থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান এবং ছ) বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আহবান।

এককথায় এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ নাজিলকৃত। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি; ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধি-বিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের

উৎসস্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এই কিতাব আমি নাজিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে" (সুরা আনআম: ১৫৫)।

কুরআনের ভাষায় কুরআনের পরিচয়

১. সন্দেহাতীত কিতাব

মহান আল্লাহ বলেন,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ ۞

"এই সেই কিতাব, যাতে কেনো সন্দেহ নেই। (সুরা বাকারা: ০২) কুরআন ব্যতীত পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই; যা তার শুরুতেই নিজেকে সন্দেহমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে।

২. রমাজান মাসে এবং বরকতময় কদরের রাতে নাজিলকৃত

মহান আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ۞

"রমজান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে" (সুরা বাকারা: ১৮৫)।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۞

"নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী" (সুরা দুখান: .০৩; সুরা কদর: ০১)।

৩. মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ

মহান আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ ۞

"রমজান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে" (সুরা বাকারা: ১৮৫)।

৪. সুস্পষ্ট দলিল

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا ۞

"হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নূর (আলো) নাজিল করেছি" (সুরা নিসা: ১৭৪)।

৫. বরকতময় কিতাব

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۞

"আর এটি কিতাব- যা আমি নাজিল করেছি- বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও" (সুরা আনআম: ৯২, ১৫৫, ১৫৭)।

৬. আরবি ভাষায় রচিত

মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞

"নিশ্চয় আমি একে আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার" (সুরা ইউসুফ: ০২)।

৭. মহিমান্বিত কুরআন

মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۞ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۞ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۞

"নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, (যা লিখিত আছে) সুরক্ষিত কিতাবে, কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া" (সুরা ওয়াকিয়া: ৭৭-৮০)।

৮. লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত

মহান আল্লাহ বলেন,

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۞ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۞

"বরং তা সম্মানিত কুরআন। সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ" (সুরা বুরুজ: ২১-২২)।

তিনি আরো বলেন,

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞

এটা আছে সম্মানিত সহীফাসমূহে (লওহে মাহফুজে)। সমুন্নত, পবিত্র (সুরা আবাসা: ১৩, ১৪)।

৯. মাহাত্ম্যপূর্ণ কিতাব

মহান আল্লাহ বলেন,

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞

"এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম; তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে" (সুরা হাশর: ২১)।

১০. উপদেশ এবং তাতে রয়েছে শিফা ও রোগমুক্তি

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নাসীহাত আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য সঠিক পথের দিশা ও রহমাত" (সুরা ইউনুস: ৫৭)। তিনি আরো বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ ۞

"আর আমি কুরআন নাজিল করি; যা মু'মিনদের জন্য শিফা ও রহমত" (সুরা বনি ইসরাইল: ৮২)।

১১. রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত

মহান আল্লাহ বলেন,

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

"তা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাজিলকৃত" (সুরা ওয়াকিয়া: ৮০; সুরা হাক্কা: ৪৩)।

১২. পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۞

"আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না" (সুরা মায়িদা: ৪৮)।

১৩. মীমাংসাকারী ও সতর্ককারী

মহান আল্লাহ বলেন,

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۞

"মহাকল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাহর উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কিতাব) নাজিল করেছেন যাতে তা বিশ্ববাসীর জন্য হয় সতর্ককারী" (সুরা ফুরকান: ০১)।

১৪. পরম সত্য বাণী

মহান আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

"হে মানুষ! রসূল তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সত্য বিধান নিয়ে এসেছে, কাজেই তোমরা ঈমান আন, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, আর যদি কুফরি কর (তাহলে জেনে রেখ) আকাশসমূহে আর যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, মহা কুশলী" (সুরা নিসা: ১৭০)।

১৫. নূর ও আলোকগ্রন্থ

মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۞ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন" (সুরা মায়িদা: ১৫, ১৬)।

১৬. ঈমান বৃদ্ধিমূলক কিতাব

মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞

"আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে" (সুরা আনফাল: ০২)।

কুরআন অনুধাবনের গুরুত্ব ও উপকারিতা

কুরআন অধ্যয়ন/গবেষণা ও তিলাওয়াত দু'টি স্বতন্ত্র ইবাদত এবং একটি অন্যটির পরিপূরক বা সহায়ক। পূর্ণ কুরআন একবার পড়াকে ইসলামি পরিভাষায় 'খতম' বলা হয়। খোলাফায়ে রাশেদিন ও আশারায়ে মুবাশ্‌শারাসহ বিশিষ্ট সাহাবিরা প্রায়ই সাত দিবসে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যে কারণে কুরআন শরিফে সপ্ত মঞ্জিল হয়েছে। এক মাসে বা ৩০ দিনে পড়ার জন্য 'পারা' বা 'সিপারা' ভাগ করা হয়েছে। যতবার তিলাওয়াত করা হয় প্রতিবারই এর তিলাওয়াত ব্যক্তিকে নতুন চেতনায় ও কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে।

কুরআনের বিধান, আদেশ-নিষেধ জীবনে প্রয়োগের জন্য কুরআন ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এ জন্য সফল, সুন্দর, শুভ্র ও শুদ্ধ জীবন গঠনে কুরআন অনুধাবন করা আবশ্যক ও অপরিহার্য। মানবিক ও ধর্মীয় দিক থেকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অফুরন্ত। মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও চর্চা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۞

“এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমানরা যেন তা অনুধাবন করে” (সুরা সোয়াদঃ ২৯)।

মানবজাতির বোঝার সুবিধার্থে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। কুরআন বোঝার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

“আমি কুরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কী?” (সুরা কামারঃ ২২, ৩২ ও ৪০)।

কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং কুরআন মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া নবুয়তি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি বলেন, “আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে” (সুরা জুমুআঃ ২)।

যাঁরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেন এবং কুরআনের আয়াত শুনে বিগলিত হয়ে যান তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা, ভাবনা ও গভীর মনোনিবেশ বান্দার জন্য ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য নিয়ে আনে। এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। ঈমান বৃদ্ধি পায়। ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে থাকে। অন্তরে দুনিয়ার বাস্তবতা ফুটে ওঠে। হৃদয় কোমল হয়। আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন।

কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য যত বিস্তৃতভাবে এবং যত গভীরভাবে জানা যায় তত ঈমান বাড়ে, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে এবং আমল করার আগ্রহ তৈরি হয়। সমগ্র বিশ্বে বহু মানুষ এ কুরআন পড়ে এর মাহাত্ম্যের কারণে হেদায়াত লাভ করছে এবং ঈমান আনছে। একে যথাযথভাবে অনুসরণ করলে সকল মানুষই শান্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করতে পারে ও আখিরাতের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে। আল্লাহ আমাদের বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করার তাওফিক দিন এবং তার আলোকে জীবন গড়ার সুযোগ দিন। আল্লাহুম্মা আমিন!!

ঈমানের পরিচয় ও গুরুত্ব

একজন ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভের জন্য সর্বপ্রথম ঈমানদার হতে হবে। কোনো ব্যক্তি ঈমানবিহীন যতই আমল করুক না কেন, সেই আমলে কোনো লাভ হবে না। কাজেই ঈমানই হলো ইসলামের মূল খুঁটি।

ঈমানের পরিচয়

ঈমান আরবি শব্দ। আরবি 'আমনুন' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। 'আমনুন' শব্দটি ভীতি ও সন্দেহের বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি সন্তান যেমন তার মা-বাবার কাছে নিরাপদ। তদ্রূপ বান্দা ঈমান আনার পরে আল্লাহর জিম্মায় ভরসা করে নিরাপদ থাকে। শব্দটির মূল অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকৃতি দেয়া এবং বিশ্বস্ততা বা হৃদয়ের স্থিতি। এ ছাড়া আনুগত্য করা, শান্তি, নিরাপত্তা, অবনত হওয়া এবং আস্থা অর্থেও ঈমান শব্দটি ব্যবহৃত হয় (মু'জামুল মাকায়িসিল লুগাহ: ১/১৩৩)।

বিভিন্ন ঈমামের কাছ থেকে পরিভাষাগতভাবে ঈমানের বিভিন্ন আঙ্গিকের সংজ্ঞা পাওয়া যায়। তবে সেসব সংজ্ঞার মূল বক্তব্য কাছাকাছি। ঈমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, "ঈমান হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন ও মুখের স্বীকৃতি"। ঈমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মতে, "অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলে বাস্তবায়ন করার নাম ঈমান" (শারহুল ফিকহিল আকবর, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা: ১৪১-১৫০)।

একজন মু'মিন-মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবাদ সম্পদ ঈমান। কারণ, ঈমানহীন আমল বা কাজ মূল্যহীন বা নিষ্ফল (সুরা মায়িদা: ৫)। ঈমানের বিপরীত হলো কুফর বা শিরক। ভালো ও নেক কাজে ঈমান বাড়ে এবং খারাপ কাজে ঈমান কমে। সে কারণে প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব হলো ঈমানের প্রতি যত্নবান হওয়া।

ঈমান বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়, যাকে আমরা কালিমায়ে শাহাদত নামে জানি। এ কালিমার প্রথম বিষয় হচ্ছে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য বা মাবুদ নেই'। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, 'আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল'। বিভিন্ন

হাদিসে এই দু'টি বিষয় একাধিক রূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে মূল আলোচ্য এই দু'টিই। উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য দিয়ে সাহাবিদের ইসলাম গ্রহণ করার বর্ণনা বিভিন্ন হাদিসে পাওয়া যায় (সহিহ বুখারি: ১/১৭৬, ৩/১২১১; সহিহ মুসলিম: ১/৩০২, ৩/১৩৮৬; সুনান নাসায়ি: ১/১০৯)। সেই ধারাবাহিকতায় আজও নতুনভাবে কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হলে, তাকে কালিমায় শাহাদত পাঠ করানো হয়। এ ছাড়া ঈমান বা বিশ্বাসের পরিচায়ক হিসেবে কালিমায়ে তাইয়্যেবা নামে আরও একটি কালিমার ব্যবহার রয়েছে। সেখানেও তওহিদ বা একত্ববাদ এবং রিসালাত বা নবুওয়াত সাক্ষ্য বিদ্যমান। তবে শুধু এই কালিমা মুখে পাঠ করার নাম ঈমান নয়। এ কালেমা দুটোর মূল বিষয়বস্তুকে অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে, মুখে স্বীকার করতে হবে এবং আমলে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঈমানের স্তর ও পরিচয় নিয়ে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ঈমান ও মু'মিনের পরিচয়

ঈমানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۞

"রাসুল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মু'মিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল" (সুরা বাকারা: ২৮৫)।

প্রকৃত ঈমানদাররা কখনো নবি-রাসুলদের মাঝে তারতম্য সৃষ্টি করবে না। এই ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞

"তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাজিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাজিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবিগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে

তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত' " (সুরা বাকারা: ১৩৬; আরো দেখুন: সুরা বাকারা: ২৮৫; সুরা আলে ইমরান: ৮৪)।

এটা একমাত্র প্রকৃত ঈমানদারের লক্ষণ, তারা আল্লাহর বাণীকে কোনোরূপ সন্দেহ করবে না এবং সত্যের অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তারা মেনে নিবে আল্লাহ এবং ঈমানের শর্তসমূহ। অন্যত্রে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۞

"মু'মিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ" (সুরা হুজুরাত: ১৫)।

অপর আয়াতে তিনি বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞

"মু'মিন তো তারা, ক. যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। খ. আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং গ. যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। ঘ. যারা সালাত কায়েম করে এবং ঙ. আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক" (সুরা আফাল: ২-৪)।

মু'মিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, (أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) অর্থাৎ এমনসব লোকই হলো সত্যিকার মু'মিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর ঐক্যবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে কালেমা পড়লেও বললেও তাদের অন্তরে থাকে না তাওহিদের রঙ, আর থাকে না রাসুলের আনুগত্য। এখানে শেষ আয়াতে কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মু'মিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। ১. সুউচ্চ মর্যাদা, ২. মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং ৩. সম্মানজনক রিজিক।

হাদিসে ঈমান ও মু'মিনের পরিচয়

হাদিসে জিবরিলে আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন ছয়টি স্তম্ভের মাধ্যমে। আবু হুরায়রা রা. বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ».

"একদা আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি (জিবরিল আ.) এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেন, 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি..." (সহিহ বুখারিঃ ৫০)।

হাদিসে জিবরিলের ভাষ্যানুযায়ী ঈমান হল– ক. একক ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করা। খ. আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করা। গ. সব আসমানি কিতাবে বিশ্বাস। ঘ. সব নবি ও রাসুলের প্রতি বিশ্বাস। ঙ. তাকদির বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। চ. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস।

কোনো ব্যক্তি যদি এই ছয়টি বিষয়ের ওপর ঈমান আনয়ন না করে, তাহলে সে কোনো রূপেই মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। অথবা কেউ যদি বলে আমি পাঁচটির ওপর ঈমান আনয়ন করলাম কিন্তু একটির ওপর নয়, তবুও সে ব্যক্তি ঈমানদার সাব্যস্ত হবে না।

নবি-রাসুলদের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টি ছাড়া ঈমানের অন্য সব ক'টি রোকন অদৃশ্য। আর নবি-রাসুলগণকেও এই যুগে এখন আর চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং ঈমানের সার্বিক বিষয়াবলি গায়েব বা অদৃশ্য। পবিত্র কুরআনে মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে, "যারা অদৃশ্য বা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে" (সুরা বাকারাঃ ৩)।

ঈমানের গুরুত্ব ও ফজিলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হল–

১. ঈমান ইসলামের প্রথম ভিত্তি

যুগে যুগে সমাজে নানাবিধ খারাপ কাজ বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যেক নবি-রাসুলের প্রথম দাওয়াত ছিল ঈমানের। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِىۡۤ اِلَيۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ ۞

“আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসুল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাজিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই’; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর” (সুরা আম্বিয়া: ২৫)।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম দাওয়াতও ছিল ঈমানের। তিনি বলতেন,

«قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا».

“তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে” (মুসনাদ আহমাদ: ১৬০৬৬)।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয বিন জাবাল রা.-কে ইয়ামানে পাঠাবার সময় বললেন,

«إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».

“(মু‘আয!) তুমি আহলে কিতাবদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) নিকট যাচ্ছ। প্রথমতঃ তাদেরকে এ দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল” (সহিহ মুসলিম: ১৯)।

২. ঈমান ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত

আল্লাহর নিকটে আমল কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো ঈমান থাকা। কেননা ঈমানহীন আমল পত্র-পল্লবহীন বৃক্ষের ন্যায়, যা সৌন্দর্য্যহীন ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنۡ يَّكۡفُرۡ بِالۡاِيۡمَانِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۖ وَهُوَ فِى الۡاٰخِرَةِ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ ۞

“আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত” (সুরা মায়িদা: ৫)।

আবু উমামা বাহিলী রা. বলেন, রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا ما كان لهُ خالِصًا، وابْتُغِيَ بِهِ وجْهُهُ».

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোন আমল কবুল করেন না, যদি তাঁর জন্য তা খালেছ অন্তরে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা না হয়” (সুনান নাসায়ি: ৩১৪০)।

৩. ঈমানের কারণে আল্লাহর সাহায্য লাভ

ঈমানের কারণে মু'মিনকে আল্লাহ তাআলা যাবতীয় ক্ষতি, অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

«إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوا».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের পক্ষে শত্রুদের প্রতিহত করেন" (সুরা হজ্জ: ৩৮)। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ۞

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদের শাস্তি দিবেন ও লাঞ্ছিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মু'মিনদের অন্তরগুলিকে প্রশান্ত করবেন" (সুরা তওবা: ১৪)।

৪. ঈমান হবে ওজনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী আমল

কিয়ামতের দিন সকলের আমল ওজন করা হবে (সুরা আ'রাফ ৭/৮)। আর ঈমানের ওজনই সবচেয়ে বেশি হবে। আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 'নুহ আ.-এর মৃত্যুর সময় তাঁর দুই ছেলেকে অছিয়ত করে বলেন, "আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। কেননা সাত আসমান এবং সাত জমিনকে যদি মীযানের এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহ'লে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশি ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহ'লেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে" (মুসনাদ আহমাদ: ৭১০১)।

৫. ঈমানের কারণে রাসুলের শাফাআত লাভ

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত মু'মিনের জন্য আখেরাতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আর এ নেয়ামত বেশি লাভ করবেন যারা একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনবে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِه، أَوْ نَفْسِه».

"কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে" (সহিহ বুখারি: ৯৯)।

ঈমানে অবিচল থাকার পূর্বশর্ত

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র স্বীকারোক্তি মানেই মৃত্যু পর্যন্ত এর দাবি পূরণ করার দায়িত্ব কাধে নেয়া। ফরজ বিষয়গুলো মৃত্যু পর্যন্ত পালন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "মৃত্যু আসা পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদত কর" (সুরা হিজর: ৯৯)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। মৃত্যু পর্যন্ত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার দায়িত্ব পালন করা। প্রকাশ্যে এবং গোপনে হারাম কাজ করার সুযোগ থাকা সত্তেও তা থেকে দূরে থাকা। তা না হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈমানের উপর অবিচল থাকার যে আদেশ দিয়েছেন তা লঙ্ঘিত হবে। সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাকাফী রা বলেন, "আমি একবার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললাম,

«يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ».

'হে আল্লাহ রাসুল আমাকে ইসলাম এর ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন যেন সে বিষয়ে আপনি ছাড়া আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতে না হয়'। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ»

'বল, আমি ঈমান আনলাম, তারপর এর ওপর অবিচল থাক' " (সহিহ মুসলিম: ৬৪)।

নিষ্ঠার সাথে কুরআনের নির্দেশ পালন করা

ঈমানে অবিচল থাকার পূর্বশর্ত হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। আর এ ভালোবাসা প্রকাশ পাবে আল্লাহ ও তার রাসুল যা যা করতে বলেছেন তা বাস্তবায়ন এবং যা যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা বর্জন করার মাধ্যমে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ ۝

"রাসুল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছে তা গ্রহণ কর; আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও" (সুরা হাশর: ০৭)।

অনুরূপ অন্তরকে সুস্থ রাখাও ঈমানে অবিচল থাকার পূর্বশর্ত। দুষ্ট শয়তানদের যে ওয়াসওয়াসা বা ধোঁকার বীজ অন্তরে প্রোথিত আছে তা একেবারে মূলসহ উপড়ে ফেলে অন্তরকে পুরোপুরি দূষণমুক্ত করে ফেলা। কেননা যখন অন্তর সুস্থ থাকে তখন তা নামাজ, রোযা, জিকির আজকার, দান-খয়রাত ইত্যাদি করতে অস্থির হয়ে পড়ে। তাহলে দেখে নিন আল্লাহ তাআলার সুস্পষ্ট বর্ণনা। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۚ۝

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের ওপর নির্ভর করে" (সুরা আনফাল: ২)।

ঈমানের উপর অবিচল থাকার জন্য কুরআন এবং সুন্নাহ প্রদর্শিত পথে বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা সহকারে আমল করা পূর্বশর্ত। উলেণ্ঢখযোগ্য যেসব আমলের মাধ্যমে ঈমানে অবিচল থাকা সম্ভব হয় তার কিছু দৃষ্টান্ড় নিচে জন্য আলোচনা করা হলো–

১. আল্লাহর সঙ্গে শরিক না করা

মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদার করা ক্ষমা করেন না; তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে সে এক মহাপাপ করে" (সুরা নিসা: ৪৮)। তিনি আরো বলেন,

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

"যদি তুমি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত আমল অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে এবং নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সুরা জুমার: ৬৫)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, "তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পণ্ডিতদেরকে এবং দরবেশদেরকে তাদের প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর মরিয়মপুত্র মসিহকেও। কিন্তু ওদেরকে এক উপাস্যের উপাসনা করার জন্যই আদেশ করা হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। তারা যাকে অংশী করে, তার চেয়ে তিনি কত পবিত্র!" (সুরা তওবা: ৩১)।

২. নিজের ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ না করা

অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। জীবিত বা মৃত কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম না বানানো। যারা কুরআনের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসিহকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু উর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তা থেকে" (সুরা তওবা: ৩১)।

৩. নবিজীর আনিত কোনো বিধানকে অপছন্দ না করা

যদি কোনো মুসলমান নবিজীর আনিত বিধানের কোনো অংশকে অপছন্দ করে তবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে; যদিও সে ঐ বিষয়ে আমল করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۞

"আর যারা কাফির তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব তাদের কর্মসমূহ আল্লাহ ব্যর্থ করে দিবেন" (সুরা মুহাম্মাদ: ৮-৯)।

৪. দ্বীনের কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা

যদি কোনো মুসলিম মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত ধর্মের কোন বিষয়ে অথবা ধর্মীয় ছওয়াব বা শাস্তির ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

"তোমরা কি আল্লাহর সাথে তাঁর হুকুম-আহকামের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? তোমরা ছলনা করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আজাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী" (সুরা তওবা: ৬৫-৬৬)।

যারা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কোনো আশা নেই।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

"মানুষের অপকর্মের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ করার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করতেন যতটা দ্রুততার সঙ্গে তারা (দুনিয়ার) কল্যাণ পেতে চায়, তবে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই না খতম করে দেয়া হত, (কিন্তু আল্লাহ তা করেন না)। কাজেই যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেই" (সুরা ইউনুস: ১১)।

উপহাস করা মুনাফিকদের আলামত হিসাবে আল্লাহ রাববুল আলামীন উল্লেখ করেন,

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ۞

"আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরাতো (মুসলিমদের সাথে) উপহাস করি মাত্র" (সুরা বাকারা: ১৪)।

উল্লিখিত আয়াত সমূহে ধর্মে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও উপহাসকারীকে জাহান্নামী, নির্বোধ ও মুনাফিকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫. যাদু বিদ্যা না শেখা বা যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস না করা

যদি কেউ যাদুর মাধ্যমে ভালো কিছু অর্জন বা মন্দ কিছু বর্জন করতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন বা ভাঙ্গন ধরাতে গোপন, প্রকাশ্য, মন্ত্র-তন্ত্র করতে চায় অথবা কারো সাথে (ছেলে-মেয়ে) সম্পর্ক স্থাপন বা বন্ধুত্বে ফাঁটল ধরাতে চায় তবে তা সম্পূর্ণরূপে কুফরি। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে এবং যে ব্যক্তি এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে উভয়ই কুফরি করল। আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাদুকে কুফরি ও শয়তানী শিক্ষা হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞

"এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরি করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরি কর না, এতদসত্ত্বেও তারা

উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোনো উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত!" (সুরা বাকারা: ১০২)।

৬. দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া

আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ঈমান বিনষ্টের কারণ। যারা ইসলাম অনুসারে আমল করতে এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে নারাজ, এরকম ব্যক্তি কাফির। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۞

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব" (সুরা সাজদাহ: ২২)।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান দূর্বল হওয়ার কার্যক্রম থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে ঈমানে অবিচল থাকার হেদায়াত দান করুন। আমিন!

ঈমান মজবুত করার অবিরাম প্রক্রিয়া

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের ভিত্তিতেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা বা ব্যর্থতা। যার ঈমান যত মজবুত সে আল্লাহর ততই নিকটবর্তী। তাই ঈমানদার বলতেই সে সর্বদা তার ঈমানকে সচল ও মজবুত রাখার চেষ্টা করে। এ চেষ্টায় যে মু'মিন সফল হতে পারে তার জন্য রয়েছে অত্যন্ত লোভনীয় সব পুরস্কার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۞

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে নাজিল হয় (এবং বলে) 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল'। 'আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবি করবে। পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ" (সুরা ফুসসিলাত: ৩০-৩২; সুরা আহকাফ: ১৩-১৪)।

নিম্নে বর্ণিত সাহাবিদের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা সর্বদা তাদের ঈমান নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। কোনো অবস্থাতেই যাতে তাদের ঈমানে দুর্বলতা না আসে সে ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক থাকতেন। ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ জন্মালে নবিজীর দরাবারে গিয়ে হাজির হতেন।

হানযালা ইবনু রুবাই আল-উসাইদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার অভিমুখে

যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমার সাথে আবু বকর রা.-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, কি হয়েছে হানযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! বল কি হানযালা? আমি বললাম, আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকি, তিনি আমাদের জান্নাত ও জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, তখন যেন সেগুলো আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যখন তার নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেসবের অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হই। অতঃপর আমি ও আবু বকর রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে গেলাম। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে বললেন, তোমার কি হয়েছে হানযালা! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! যখন আমরা আপনার নিকটে থাকি এবং আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষেত-খামারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন সেসবের অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার নিকট থাক এবং সর্বদা জিকির-আজকারে ডুবে থাকতে, নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানা ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুছাফাহা করতেন। কিন্তু কখনো ঐরূপ, কখনো এরূপ হবেই হে হানযালা! এটা তিনি তিনবার বললেন' (সহিহ মুসলিমঃ ২৭৫০)।

উমর ইবনুল খত্তাব রা.-কে আল্লাহ তাআলা এতো উঁচু মর্যাদা দান করেছিলেন তবুও তিনি নিজের ঈমান নিয়ে এমন সন্দিহানে ছিলেন যে, একবার হুযাইফা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জানি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে মুনাফিকদের তালিকা জানিয়েছেন। আমাকে একটু বল না, তাদের তালিকায় আমার নাম আছে কী?

শ্রেষ্ঠতম সাহাবিদের একজন হওয়ার পরও আল্লাহর সামনে এভাবে নত হয়ে থাকতেন এবং এই সন্দেহ করতেন যে, উমরের নাম ওই তালিকায় নেই তো! আমরা কি কখনো আমাদের নিজেদের দিকে এভাবে তাকিয়ে দেখেছি?

ঈমানের উপর মজবুত থাকার আরো একটি প্রক্রিয়া হল, আমলটি উত্তমরূপে করা। যখন কেউ উত্তমরূপে আমল করে তখন তার আমলটি আল্লাহর দরবারে উত্তমরূপে গৃহীত হয়। এতে করে সে আমলের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে এবং দিনে দিনে তার আমল বাড়তে থাকে। কারণ, কোনো আমল যখন কবুল হয় তখন তার আলামত হল পরবর্তীতে আরো আমল বৃদ্ধি পাওয়া। আমলকে উত্তমরূপে করার তাগাদা দিয়ে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞

"যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে- 'যে উত্তমভাবে কাজ করে আমি তার কর্মফল বিনষ্ট করি না" (সুরা কাহফ: ৩০, ০৭; আরো দেখুন: সুরা হুদ: ০৭; সুরা মুলক: ০২)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের কেউ ইসলামকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তখন প্রতিটি সৎকাজ যা সে করে থাকে, তার দশ গুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত তার জন্য লেখা হয়ে থাকে" (সহিহ বুখারি: ৪২)।

ঈমান টেকসই করার প্রচেষ্টা

আমরা যারা ঈমানদার বলে দাবি করি, আমরা ঈমানে বলিষ্ঠ কিনা- এ ব্যাপারে আমরা কতটুকু সচেতন তা বিবেচনার দাবি রাখে। ঈমানের উপর অবিচল থাকা; ঈমানের ব্যাপারে আপোষহীন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর উপর বিশ্বাসের অনুকরণ করাই মু'মিনের জন্য একমাত্র লক্ষ্য নয়। প্রত্যয়ের সাথে এই বিশ্বাসের হক আদায় করা এবং সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত জ্ঞান ও সম্পদের সৎ ব্যবহার করা ঈমানের চর্চার অন্যতম লক্ষ্য । যেকোনো পরিস্থিতিরে পরীক্ষার মোকাবেলা করার প্রস্তুতি ঈমান মজবুত করার অবিরাম প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী" (সুরা আনকাবুত: ২-৩) । নিম্নে ঈমানকে মজবুত করার জন্য কয়েকটি সুন্নাহভিত্তিক আমল তুলে ধরা হলো-

১. চিন্তা সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা

প্রতিনিয়ত কুরআন তিলাওয়াত করা যা আমাদের চিন্তাসমূহকে পরিশুদ্ধ করতে সাহায্য করবে এবং আল্লাহর কাছাকাছি যেতে সহায়তা করবে। ফলে ইসলামের

উপর অবিচল থাকা সম্ভব হবে। নতুবা আমরা প্রকৃত ইসলাম থেকে বিচ্যুত হব। সঠিক ইসলামী জ্ঞানের স্বচ্ছতাই বিচ্যুতি থেকে রক্ষা পাবার পূর্বশর্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে" (সুরা আনফাল: ২)।

নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে মু'মিন কুরআন তেলওয়াত করে এবং কুরআন অনুযায়ী আমল করে সে হলো কমলা লেবুর মতো। এর স্বাদও উত্তম, ঘ্রাণও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তবে কুরআন অনুযায়ী আমল করে, সে হলো খেজুরের মতো। স্বাদ ভালো, তবে এর কোনো ঘ্রাণ নেই। আর মোনাফিক, যে কুরআন পাঠ করে সে হলো রায়হান ঘাসের মতো, এর ঘ্রাণ ভালো, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মোনাফিক কুরআন তেলওয়াত করে না, সে হলো মাকাল ফলের মতো, স্বাদও তিক্ত, আবার দুর্গন্ধযুক্ত" (সহিহ বুখারি: ৫০২০)।

২. রাসুলুল্লাহর সিরাতজ্ঞান অর্জন করা

পৃথিবীতে বর্তমানে যারা ইসলাম গ্রহণ করছে ও ঈমান আনছে তাদের বেশির ভাগই কুরআন তিলাওয়াত এবং নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠ করে ঈমান আনছে। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে মু'মিনের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি সর্বোত্তম চরিত্রের মডেল। দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা অর্জনে তাঁর আদর্শের অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۗ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ

"রাসুল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও" (সুরা হাশর: ৭)। আর নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের জন্য সিরাতজ্ঞান অর্জন করা আবশ্যকীয়, যা মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর কাছে প্রিয় হতে সাহায্য করে।

৩. সাহাবিদের জীবনী চর্চা

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের ঈমানকে আমাদের ঈমানের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ...۞

"লোকেরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন" (সুরা বাকারা: ১৩)। এই আয়াতের তাফসিরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আন' (তাফসিরে তাবারি, সুরা বাকারা: ১৩)।

৪. আল্লাহর গুণাবলী, নাম ও নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করা

আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাবলীসহ আল্লাহ তাআলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এ বিষয়ের জ্ঞান যতো বৃদ্ধি পাবে, নিঃসন্দেহে তার ঈমানও ততো বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করা এবং মানব জাতিকে যে জীবন বিধান দিয়েছেন, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিরাজি নিয়ে যতো চিন্তা করবে, ততোই তার ঈমান বাড়বে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞

"বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" (সুরা জারিয়াত: ২০-২১)।

৫. বেশি বেশি নেক আমল করা

মু'মিন বান্দা যে কাজে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে, সে কাজের ওপরই তার মৃত্যু হবে। যদি কেউ কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন-যাপন করে তবে তার মৃত্যুও কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হবে। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নেক আমলে জীবন সাজানো জরুরি।

কাজেই আমাদের বেশি বেশি নেক আমলের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যে যত বেশি নেক আমল করবে তার ঈমান তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। চাই তা মৌখিক আমল হোক বা দৈহিক আমল হোক। আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে আমলে সালেহ অর্থাৎ নেক আমল করার পরামর্শ দিয়েছেন।

৬. দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যাওয়া

দাওয়াহর কাজে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করা ও একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা সৎ কর্মের প্রতি আহবান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই হলো সফলকাম" (সুরা আলে ইমরান: ১০৪)। তিনি আরো বলেন,

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ ۞

"সুতরাং আপনি এর (ইসলামের) প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল (ইস্তিকামাহ) থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না..." (সুরা শুরা: ১৫)।

৭. নিষ্ঠার সাথে কাজ করা

ইহসান অবলম্বন করা। ইহসান মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে। নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহসান হলো, "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তবে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন" (সহিহ বুখারি: ৫০)। কাজের মধ্যে নিষ্ঠা ও ইখলাস বজায় রাখা। প্রত্যেক কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করার চেষ্টা করা। তাহলে তা দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে আমাদের সাহায্য করবে।

ইহসানের আরেক অর্থ হলো, মানুষের সঙ্গে সদাচরণ করা। এটিও মানুষের ঈমান বৃদ্ধি করে, আল্লাহর প্রিয় করে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাখলুকের প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমা লঙ্ঘন করতে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ কর" (সুরা নাহল: ৯০)।

৮. অবিচল থাকার দোআ করা

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে ঈমানের ওপর অটল থাকতে এবং মনকে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সব সময় আল্লাহর কাছে দোআ করা উচিত। মহান আল্লাহ ঈমান

আনার পর সেই ঈমানকে ধরে রাখতে আমাদের যেই দোআ শিখিয়েছেন তার একটি হল–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"হে আমাদের রব! সৎ পথ প্রদর্শনের পরে তুমি আমাদের অন্তরগুলোকে বক্র করে দিও না, আমাদেরকে তোমার নিকট হতে রহমত প্রদান কর, মূলতঃ তুমিই মহান দাতা" (সুরা আল ইমরান: ৮)।

নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ঈমান বাঁচানোর এবং ঈমানের ওপর অটল থাকার বিভিন্ন দোআ শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি দোআ হলো-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

"হে মনের গতি পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর অবিচল রাখ" (সুনান তিরমিযি: ২১৪০)।

এই দোআর ফজিলত সম্পর্কে শাহর ইবনে হাওশাব রহ. বলেন, আমি উম্মে সালামাহ রা.-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার কাছে অবস্থানকালে অধিকাংশ সময় কোন দোআ পড়তেন? তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় এই দোআ পড়তেন।

অপর এক দোআয় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ.

"হে আল্লাহ! হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রক! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার ইবাদতের ওপর অবিচল রাখ" (সহিহ মুসলিম: ২৬৫৪)।

কাজেই ঈমানের উপর মজবুত ও অবিচল থাকার জন্য অবশ্যই প্রতিনিয়ত আমাদের এসব দোআ করা উচিত।

৯. আল্লাহর বিচারের উপর ভরসা রাখা

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন মহান আল্লাহর সাহায্য না থাকলে দ্বীনের উপর অবিচল থাকা সম্ভব নয়। তাই দ্বীনের উপর অবিচল থাকার জন্য মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতে করে আমরা মানসিকভাবে দৃঢ়পদ থাকার শক্তি অর্জন করব।

১০. ধৈর্য্যধারণ (সবর) করা

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল ধৈর্য্য। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যেসব বাধা ও নির্যাতন সামনে আসবে সেগুলোকে মোকাবেলা করা ও ধৈর্য্যধারণ করা। আল্লাহর বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞

"হে ঈমানদারেরা! ধৈর্য্যধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সক্ষম হতে পার" (সুরা আলে ইমরান: ২০০)।

১১. অধিক পরিমাণ জিকির ও দোআ

অধিক পরিমাণে জিকির করলে আল্লাহর প্রতি ঈমান বাড়ে, ফলে অন্তর প্রশান্ত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۞

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরগুলো সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করে" (সুরা রা'দ: ২৮)।

১২. সৎ সংস্পর্শে থাকা

কাজেই ঈমানের উপর অবিচল থাকার জন্য এমন লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাঁদের সংস্পর্শে গেলে আমল বেড়ে যায়। যাঁরা অন্যকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۞

"হে ঈমানদারেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো" (সুরা তওবা: ১১৯)।

অনুরূপ নফল ইবাদতের প্রতি যত্নশীল হওয়া, তাহাজ্জুদ পড়া, ফরজ বিধানে অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা, অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করা, ইলমি মজলিসে বসা, গুনাহের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা, আল্লাহকে ভয় করা, গোপনে নেক আমল করার মাধ্যমেও ঈমান বৃদ্ধি পায় ও এর দ্বারা ঈমানের উপর অবিচল থাকা যায়।

আমলে সালেহঃ
পরিচয় ও গুরুত্ব

একজন মু'মিনের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এর জন্য অন্যতম শর্ত হল আমলে সালেহ করা। এ পর্যায়ে আমরা আমলে সালেহ-এর সংজ্ঞা, এর প্রয়োজনীয়তা এবং আমলে সালেহের ক্ষেত্রে নিয়তের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা জানি, 'আমল' মানে- কর্ম ও আচরণ। আর 'সালেহ' শব্দের অর্থ হলো ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সৎ, সঠিক, যথার্থ, গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ নির্দেশিত, সর্বজন স্বীকৃত ন্যায্য ও বাস্তব। এক কথায় আমলে সালেহ বলতে বুঝায়, 'নেক আমল' বা 'ভালো কাজ' বা 'সৎ কাজ'। পবিত্র কুরআনে যেসব স্থানে 'আমলে সালেহ' কথাটি এসেছে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হলো, এ এমন কাজ, যা বান্দা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে। যে আমল কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী তথা শরিয়ত মোতাবেক হয়। আল্লাহর কাছে যে আমল গ্রহণীয় এবং সঠিক পদ্ধতিতে যা আমল করা হয়।

নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত প্রদান, কুরআন তিলাওয়াত, জ্ঞান অর্জন, পিতা-মাতার অধিকার রক্ষা, প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজনের অধিকার রক্ষা, সমাজে কোনো অশান্তিমূলক কাজ বন্ধ করে শান্তি স্থাপন করা, নিজ পরিবার কিংবা অন্যের কল্যাণে যে কোনো কাজ করা ইত্যাদি হলো আমলে সালেহ। আবার তা হতে পারে রাস্তা থেকে সামান্য পাথর/ইটের টুকরা কিংবা কাঁটা অপসারণের মতো ক্ষুদ্র কাজও।

কেউ মনগড়া পদ্ধতিতে আমল করলেই তা আমলে সালেহ হবে না। বরং এক্ষেত্রে ভুল হওয়ার কারণে নেকির পরিবর্তে গুনাহ হয়ে যেতে পারে। তাই আমাদের ভালো কাজ সবই আল্লাহ ও রসুলের আদেশ-নিষেধ মেনে করতে হবে। তাহলেই তা হবে আমলে সালেহ ও নেকি হাসিলের সহজ পথ। সুতরাং কোনো আমল আমলে সালেহ হওয়ার জন্য তাতে কয়েকটি বিষয়ের উপস্থিতি খুবই জরুরি। যথা:

১. ইলম বা জ্ঞান

আমলটি সম্পর্কে ইলম বা জ্ঞান থাকা যে এ কাজের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ বা নিষেধাজ্ঞা রয়েছে কী না। দ্বীনের প্রতিটি আমল ইলমের উপর নির্ভরশীল। আনাস

ইবনু মালেক রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরজ" (সুনানে ইবনু মাজাহ: ২২৪)। ইমাম বুখারি রহ. সহিহ বুখারিতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন- "সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম"। এই কারণে হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবি রহ. বলেছেন, "যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরজ তার ইলম অর্জনও ফরজ। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রূপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরজ। যা মাকরূহে তাহরিমি তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়" (আলবাহরুল মুহিত: ১/২২৪; ফাতওয়া ইবনু তাইমিয়া: ২০/১৬১)।

২. নিয়ত

নিয়তের কারণেই মানুষের ইবাদত ও অন্যান্য স্বাভাবিক কর্মে পার্থক্য তৈরি হয়। যেমন পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করা মানুষের কর্তব্য। কিন্তু কেউ যদি তা আল্লাহর আদেশ পালনের সাথে সামঞ্জস্য করে পালন করে তাহলে তা ইবাদতে পরিণত হবে এবং সে এটির বিনিময়ে সওয়াব লাভ করবে। এ জন্যই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সব আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করবে" (সহিহ বুখারি: ০১)।

নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে কখনো কাজ না করতে পারলেও শুধু নিয়তের কারণে সওয়াবের অংশীদার হওয়া যায়। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ঘুমাতে আসে এবং নিয়ত করে যে, সে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়বে। কিন্তু তার চোখ লেগে যায় এবং ফজর পর্যন্ত সে আর জাগ্রত হয় না, তাহলে সে যা নিয়ত করেছিল তার পরিপূর্ণ সওয়াব তাকে দেয়া হয়" (সুনান নাসায়ি: ১৭৮৭)। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের নিয়ত করে অথচ এখনও করেনি, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ এক নেকি দান করেন" (সহিহ বুখারি: ৬১২৬)।

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি খালেস নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদতের মৃত্যুর আশা করবে, সে নিজের বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাআলা তাকে শহিদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দেবেন" (সহিহ মুসলিম: ৪৯০৭)

তাবুক যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত সাহাবিদের উদ্দেশ করে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয়ই মদিনায় এমন কিছু মানুষ রয়েছে, (তাবুক পর্যন্ত) প্রতিটি পথে-প্রান্তরে; প্রতিটি টিলা-টক্করে, যারা তোমাদের সঙ্গেই ছিল।

তারাও তোমাদের মতো জিহাদের সওয়াব লাভ করবে। কারণ পূর্ণ নিয়ত থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজর তাদের জিহাদে অংশগ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে" (সহিহ মুসলিম: ১৯১১)।

অতএব যে-কোনো উত্তম ও কল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিয়ামতের দিন এ নিয়তের ভিত্তিতেই বান্দার জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।

৩. আন্তরিকতা

আমলে সালেহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিয়তের পাশাপাশি আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন, "তারাতো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও জাকাত প্রদান করতে; এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম" (সুরা বাইয়িনা: ৫)।

আল্লাহ তাআলা কেবল বাহ্যিক আয়োজনের দিকে তাকান না। বরং মানুষের হৃদয়ের অনুভূতিটাকেই তিনি গ্রহণ করেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীর ও আকৃতির দিকে তাকান না। বরং তোমাদের অন্তরের দিকে তাকান" (মুসলিম: ৪/ ১৯৮৭)। এসব আয়াত ও হাদিসের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট, ইখলাস তথা নিয়তের বিশুদ্ধতাই ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতার মৌলিক মানদণ্ড।

৪. সবর বা ধৈয্য

আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগের সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। সবর বা ধৈর্য্যের গুরুত্বের কথা ইসলাম ধর্মে বারবার বলা হয়েছে। তাফসিরে বায়জাবি অনুসারে ধৈর্য্য তিন প্রকার: ক. 'সবর আনিল মাসিয়াত', অর্থাৎ অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত থাকা। খ. 'সবর আলাত ত্বআত', অর্থাৎ ইবাদতে আল্লাহর আনুগত্য ও সৎ কর্মে কষ্ট স্বীকার করা। গ. 'সবর আলাল মুসিবাত', অর্থাৎ বিপদে অস্থির না হওয়া। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, "সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে" (সুরা আসর: ১-৩)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۞

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো । আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন" (সুরা বাকারা: ১৫৩)।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۞

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনেপ্রাণে বা ফলফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব । আর যারা ধৈর্য ধরে তাদেরকে তুমি সুখবর দাও" (সুরা বাকারা: ১৫৫)।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞

"(তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো' " (সুরা বাকারা: ১৫৬)।

৫. হালাল রিজিক

হারাম খাবার খাওয়া ব্যক্তির ইবাদত কবুল হয় না, ফরজ আদায় হয় ঠিকই, কিন্তু সওয়াব ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় না। হালাল রিজিকের গুরুত্বরোপ করে মহান আল্লাহ বলেন, "হে রাসুলগণ! তোমরা উত্তম খাবার খাও এবং নেক আমল কর" (সুরা মু'মিনুন: ৫১)। আয়াতে নেক-আমলের আগে হালাল খাবারের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ দোআ কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে- হালাল রোজগার ও হালাল খাবার। যে হারামভাবে উপার্জন করে তার দান-সদকাও আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তার দোআও আল্লাহ কবুল করেন না।

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ কোন পরোয়া করবে না, সে কোথা থেকে উপার্জন করছে, হালাল থেকে নাকি হারাম থেকে" (সহিহ বুখারি: ২০৮৩)। তিনি আরো বলেন, "অন্যান্য ফরজ কাজ আদায়ের সঙ্গে হালাল রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একটি ফরজ" (সুনান বায়হাকি: ৪৬০)।

মু'মিনের জীবনের সফলতার পিছনে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম মেনে তার সৎকর্মের প্রচেষ্টা একটি শৃঙ্খলা এবং সিলেবাসের অধীনে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। তার আমলে সালেহ তথা ইবাদত, কথাবার্তা, চলাফেরা, আচার-ব্যবহার, কাজকর্ম সবই এই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। এই সিলেবাস নিয়েই কিন্তু তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং তাকে তার নিজের কাজকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। কে কী করছে, কে কী বলেছে, কে কীভাবে চলাফেরা করছে, কার ব্যবহার কেমন, কার মধ্যে কোন দোষ আছে– এসব কিন্তু তার সিলেবাসের বিষয় নয়। কাজেই যখনই কেউ অন্যের কোনো বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আগে ভেবে দেখা দরকার, বিষয়টি তার সিলেবাসের মধ্যে আছে কি না; এর জন্য পরকালে তাকে জবাব দিতে হবে কি না?

আল-কুরআনে

আমলে সালেহ-এর গুরুত্ব

আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করি তখন দেখতে পাই যে, কয়েক পৃষ্ঠা পরপর মহান আল্লাহ মানবজাতিকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'ইন্নাল্লাজীনা আ-মানু ওয়াআমিলুস স-লিহাতি" অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছ ও সৎ কাজ করেছ'। এভাবে বলেই তিনি এদের বিভিন্ন মর্যাদা এবং এদের জন্য বিভিন্ন লোভনীয় ও আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং মূল্যবান প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছেন। পুরো কুরআন পড়লে দেখা যাবে প্রায় ৫৫-এর ওপরে এ ধরনের আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে থেকে বিশেষ বিশেষ আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করা হলো।

১. এরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট" (সুরা বায়্যিনাহ: ৭)।

২. এরা ক্ষতিমুক্ত আর বাকিরা ক্ষতিগ্রস্ত

وَالْعَصْرِ ۙ ۞ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ ۞ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞

"সময়ের কসম; নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে (সুরা আসর: ১-৩)।

৩. সৎকাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۖ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ۞

"আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে" (সুরা সাবা: ৩৭)

৪. এদের গুনাহগুলো মার্জনা করে দেয়া হবে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, নিশ্চয়ই আমি তাদের পাপগুলি মিটিয়ে দিব এবং তাদের কাজের উত্তম প্রতিদান দান করব" (সুরা আনকাবুত: ৭; আরো দেখুন: সুরা মায়িদা: ৯; সুরা ত-হা: ৬৮; সুরা তাগাবুন: ৯; সুরা মুহাম্মাদ: ২; সুরা সাবা: ৪; সুরা ফাতির: ৭)।

৫. এতেই রয়েছে মহা সাফল্য এবং মহা পুরস্কার

وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন ... এটাই মহা সাফল্য (সুরা তাগাবুন: ৯; সুরা কসাস: ৬৭)।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার" (সুরা মায়িদা: ৯; আরো দেখুন: সুরা আল ইমরান: ৫৭; সুরা ফাতির: ৭)।

৬. এদের কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَالِحِينَ ۞

"সুতরাং কেউ সৎকর্ম করলে ও বিশ্বাস করলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না, আর আমি তো তা লিখে রাখি।" (সুরা আম্বিয়া: ৯৪)।

৭. এদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবেন

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আর মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে- কারণ তা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য- তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো মুছে দেবেন, আর তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাবেন" (সুরা মুহাম্মাদ: ২)।

৮. এদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত রিজিক

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

"পুরুষ হোক আর নারী হোক যে ব্যক্তিই সৎ কাজ করবে (উপরন্তু) সে মু'মিনও, তাহলে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার মধ্যে তারা বে-হিসাব রিজিক প্রাপ্ত হবে" (সুরা গাফির: ৪০)।

৯. এদেরকে স্বীয় সম্পদ থেকে অধিকতর দান করবেন

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ ۞

"অনন্তর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎ কাজ করে থাকে তাদেরকে তিনি সম্যক প্রতিদান প্রদান করবেন এবং স্বীয় সম্পদ হতে অধিকতর দান করবেন" (সুরা নিসা: ১৭৩)।

১০. এদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۞

"যারা ঈমান আনে আর নেক কাজ করে, তাদের জন্য আছে এমন পুরস্কার যা কোনো দিনও বন্ধ হবে না" (সুরা হা-মিম সাজদা: ৮; আরো দেখুন: সুরা ইউনুস: ৪; সুরা ইনশিকাক: ২৫; সুরা তীন: ৬)।

১১. এদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল আদন, স্বর্ণের চুড়ি এবং মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۞ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۭ نِعْمَ الثَّوَابُ ۭ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۞

"যারা ঈমান আনে আর সৎ কাজ করে- 'যে উত্তমভাবে কাজ করে আমি তার কর্মফল বিনষ্ট করি না'। এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ

(জান্নাতুল আদন), যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল!" (সুরা কাহফ: ৩০-৩১; আরো দেখুন: সুরা ত্ব-হা: ৭৫-৭৬; সুরা বায়্যিনা: ৮)।

১২. এদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۞ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۞

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না" (সুরা কাহফ: ১০৭-১০৮)।

১৩. এদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۖ نُزُلًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া, তারা যা করত তার আপ্যায়ন হিসেবে" (সুরা সাজদা: ১৯)।

১৪. এদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগিচাসমূহ; তাতে যা চাইবে তা-ই পাবে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۞

"আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য তাই থাকবে। এটাই তো মহাঅনুগ্রহ" (সুরা শূরা: ২২)।

১৫. এদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۞

"যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল" (সুরা রা'দ: ২৯)।

১৬. এরা আল্লাহর বা মানুষের ভালোবাসা লাভ করবে

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۞

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন" (সুরা মরয়াম: ৯৬)।

১৭. এদেরকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصّٰلِحِيْنَ ۞

"আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব" (সুরা আনকাবুত: ৯)।

১৮. এদেরকে রহমত দ্বারা ঢেকে ফেলা হবে

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۞

"অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব পরিণামে তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য" (সুরা জাসিয়া: ৩০)।

১৯. এদেরকে এমন জান্নাতসমূহ প্রদান করা হবে যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হবে

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ۞

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, অচিরেই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে?" (সুরা নিসা: ১২২; আরো দেখুন: সুরা বাকারা: ২৫, ৮৬; সুরা নিসা: ৫৭; সুরা আরাফ: ৪২; সুরা হূদ: ২৩; সুরা হজ: ১৪, ২৩; সুরা আনকাবুত: ৫৮; সুরা তলাক: ১১; সুরা বুরুজ: ১১; সুরা ইবরাহিম: ২৩; সুরা ইউনুস: ৯)।

২০. এদেরকে প্রদান করা হবে বিভিন্ন স্বাদের ফলমূল ও পবিত্র সঙ্গিনী

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাদেরকে যখনই ফলমূল খেতে দেয়া

হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো, এতো তারই মতো। একই রকম ফল তাদেরকে দেয়া হবে এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে" (সুরা বাকারা: ২৫; আরো দেখুন: সুরা নিসা: ৫৭)।

২১. এদের কোনো ভয় নেই; কোনো চিন্তাও নেই

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـُٔيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদি হয়েছে এবং নাসারা ও সাবিঈরা-(তাদের মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে- তবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না" (সুরা বাকারা: ৬২; আরো দেখুন: সুরা বাকারা: ১১২, ২৭৭; সুরা মায়িদা: ৬৯)।

২২. এদের প্রতি নরম ব্যবহার করা হবে

وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨ الْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۝

"আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমি আমার ব্যবহারে তার সাথে নরম কথা বলব" (সুরা কাহফ: ৮৮)।

২৩. এদের প্রতি সামান্যতম জুলম করা হবে না

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ۝

"তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলম করা হবে না" (সুরা মারয়াম: ৬০)।

কুরআনে সৎকাজের সুস্পষ্ট বর্ণনা

আল-কুরআনে সৎকাজের গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে অসংখ্য পুরস্কার ও কল্যাণ। কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে, সৎকাজের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব শান্তি ও পরকালের পুরস্কার লাভ করতে পারে। সৎকাজ কেবল দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি উত্তম আখলাক, ধৈর্য্য, সততা এবং পরোপকারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নিচে কুরআনের আলোকে সৎকাজের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো:

১. সত্যিকারের নেক আমল- বিশ্বাস ও কর্ম

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۞

"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব দিকে কর কিংবা পশ্চিম দিকে এতে কোনো কল্যাণ নেই। বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোনো ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবিগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালোবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, মুসাফির ও যাচঞাকারীদের এবং দাসত্বজীবন হতে নিষ্কৃতি দিতে দান করবে এবং নামাজ কায়িম করবে ও জাকাত দিতে থাকবে, ওয়াদা করার পর স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবে এবং অভাবে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংকটে ধৈর্য্য ধারণ করবে, এ লোকেরাই সত্যপরায়ণ আর এ লোকেরাই মুত্তাকি (সুরা বাকারা: ১৭৭)।

২. আল্লাহর পথে ব্যয় করা

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

"তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না। ভালো কাজ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলকে ভালোবাসেন" (সুরা বাকারা: ১৯৫)।

৩. দানের প্রকৃতি

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۞

"তারা তোমার কাছে জানতে চায়, তারা কি খরচ করবে। বল, তোমরা যা কিছু ভালো খরচ করবে তা তোমাদের পিতা-মাতার জন্য, নিকটাত্মীয়দের জন্য, এতিমদের জন্য, অভাবী মানুষের জন্য এবং পথিকদের জন্য। আল্লাহ তোমাদের সকল ভালো কাজ সম্পর্কে জানেন" (সুরা বাকারা: ২১৫)।

৪. দানের মাধ্যমে কোনো কষ্ট সৃষ্টি না হয়

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু তাদের দানের ফলে কোন কষ্ট বা মনঃপীড়া সৃষ্টি হয় না, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না" (সুরা বাকারা: ২৬২)।

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۞

"উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল" (সুরা বাকারা: ২৬৩)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۫ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۫ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۞

"হে ঈমাদারেরা, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে

একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না" (সুরা বাকারা: ২৬৪)।

৫. প্রকাশ্য ও গোপন দান

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۞

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন, বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা করছ, আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (সুরা বাকারা: ২৭১)।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, রাত-দিন, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না" (সুরা বাকারা: ২৭৪)।

৬. ক্রোধ সংবরণ ও ক্ষমাশীলতা

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۞

"যারা সুখে-দুঃখে ব্যয় করে, যারা রাগ চেপে রাখে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন" (সুরা আলে ইমরান: ১৩৪)।

৭. আল্লাহর সাথে অংশীদার (শিরক) না করা

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ...۞

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার করা (শিরক) ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা অন্য পাপ ক্ষমা করে দেবেন..." (সুরা নিসা: ৪৮)।

৮. অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণ না করা

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ...۞

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস করো না এবং বিচারকদের ঘুষ দিও না..." (সুরা বাকারা: ১৮৮)।

৯. পরনিন্দা ও গীবত না করা

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ...۞

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা তা ঘৃণা করবে" (সুরা আল-হুজুরাত: ১২)

১০. অহংকার ও আত্মগরিমা না দেখানো

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۞

"তুমি দুনিয়াতে অহংকার করে চলাফেরা করো না। তুমি কখনোই পৃথিবী ফুঁড়ে ফেলতে পারবে না, আর পাহাড়ের উচ্চতাও অতিক্রম করতে পারবে না" (সুরা ইসরা/বনি ইসরাইল: ৩৭)।

১১. মা-বাবার অবাধ্য না হওয়া

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۞

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন' " (সুরা ইসরা/বনি ইসরাইল: ২৩-২৪)।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনের বর্ণনা অনুসারে সৎপথে চলার তাওফিক দিন এবং ইহকাল ও পরকালে সাফল্যের পথে চলার সুযোগ দিন। আমিন!

ঈমান ও আমলে সালেহ
একে অপরের পরিপূরক

আমরা যদি গভীর মনোযোগের সাথে আল কুরআন অধ্যয়ন করি তাহলে দেখতে পাব যে, ঈমান ও আমলে সালেহ পরস্পর সম্পুরক। ঈমান আনা ও আমলে সালেহ করা ব্যতীত প্রকৃত মুসলিম হওয়া যায় না। অনুরূপ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তা'লিম ও শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তার বুনিয়াদী বিষয় হচ্ছে এই যে, 'মানুষের মুক্তি দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল'। প্রথমত ঈমান এবং দ্বিতীয়ত আমলে সালেহ বা নেক আমল। ঈমান হচ্ছে বুনিয়াদী বিধি-বিধানের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের নাম। আর আমলে সালেহ হচ্ছে সেই বিধানসমূহ অনুসারে আমল করা এবং জীবনে তা বাস্তবায়িত করা। ঈমান ও নেক আমল গাছের মূল ও শাখা-প্রশাখার মতো। ঈমান হলো গাছের শিকড় বা মূল আর নেক আমল তার শাখা-প্রশাখা। মূল না থাকলে শাখা-প্রশাখা হয় না। আর শাখা-প্রশাখা ছাড়া মূল বা শিকড় মূল্যহীন। নেক আমল হলো ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। ঈমান এবং নেক আমল একত্রে অন্তরের প্রশান্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঈমানে অবিচল থাকার মাধ্যমে যেমন সৎকর্মের উপর আগ্রহ বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে সৎকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঈমানের হক আদায় করা হয়। সুতরাং ঈমান ও নেক আমল একে অন্যের পরিপূরক।

শুধুমাত্র জ্ঞান ও বিশ্বাস কামিয়াবীর জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে জ্ঞান ও বিশ্বাস মোতাবেক আমল করা না হয়। ইসলাম মানুষের নাজাত ও মুক্তিকে দু'টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল সাব্যস্ত করেছে। এ দু'টি একটি অপরটির সম্পূরক। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঈমান হচ্ছে বুনিয়াদ এবং আমলে সালেহ হচ্ছে এর উপর প্রতিষ্ঠিত দেয়াল ও স্তম্ভ। যেভাবে একটি ঈমারত ভিত্তি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তেমনি দেয়াল ও স্তম্ভ ছাড়া তা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ঈমান ও আমলে সালেহ একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি কল্পনা করা যায় না। আর যায় না বলেই উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক অভিন্ন। ঈমান ও নেক আমলকে অভিন্ন ঘোষণা দিয়ে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দলকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়ে বললেন, " 'এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কিভাবে হয়– তা কি তোমরা জানো?' তাঁরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন'। তিনি বললেন, 'তা হল এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর

রাসুল এবং সালাত কায়েম করা, জাকাত দেয়া, রমাজানের সিয়াম পালন করা; আর তোমরা গনিমত (যুদ্ধলদ্ধ মাল) থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে" (সহিহ বুখারি: ৫৩)। এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে আমলে সালেহ তথা নামাজ, জাকাত, সিয়াম ও গনিমতের মালকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি ঈমান ও আমলে সালেহকে অভিন্ন বিষয় হিসেবে দেখিয়েছেন।

ঈমান ও নেক আমলের মধ্যে সম্পর্ক

ঈমান ব্যতীত আমল ও আমল ব্যতীত ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে প্রকাশ্যে আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। প্রকাশ্য আমল তথা আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগি এবং সৎকর্ম আন্তরিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের জবেহকৃত প্রাণী খায় সেই মুসলিম" (সহিহ বুখারি: ৩৯১)। অপর হাদিসে তিনি বলেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে" (সহিহ বুখারি: ১০)।

যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান মজবুত রাখার চর্চা করে, তার জন্য সৎকর্ম একটি অনানুষ্ঠানিক-স্বপ্রণোদিত আচরণ। যখন একজন মানুষ প্রত্যেয়ের সঙ্গে ঈমানের ফজিলত আমল করে এবং এই পথ ধরে জীবনের সহজ-সঠিক পথের সন্ধান করে, তখন আমলে সালেহ এই চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়- এর জন্য কোনো আলাদা চিন্তা করতে হয় না। আবার একজন মু'মিন যখন সৎকাজের চিন্তা করে এবং সে যদি তার ঈমানের অবস্থান নিয়ে সচেতন থাকে, তবে সৎকাজের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তিও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বাধ্য। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঈমান বর্জিত সৎকর্মকে মরীচিকা বা অন্ধকারের পিছনে ছোটার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে তারা আল্লাহর ঐশ্বরিক সত্যের উপর বিশ্বাস হারানোর অবস্থানে থেকে সৎকর্মের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুরা আন-নুরে আল্লাহ বলেন, "যারা অবিশ্বাস করে তাদের কর্ম মরুভূমির মতো, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে; সে ওর কাছে গেলে দেখবে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে পাবে আল্লাহকে। তারপর তিনি তার প্রতিফল হিসাবমতোই দেবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। অথবা ওদের কর্মের উপমা সমুদ্রের অতল অন্ধকার, ঢেউয়ের পর ঢেউ যাকে উথালপাতাল করে, যার ওপরে ঘনঘটা, এক অন্ধকারের ওপর আর-এক অন্ধকার, কেউ হাত বার করলে তা সে মোটেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে আলো না দেন তার কন্য কোনো আলো নেই" (সুরা নুর: ৩৯, ৪০)।

অপরের কল্যাণ প্রাধান্য দেয়া তাৎপর্যময় আমলে সালেহ

ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মুসলিমদের প্রতি পারস্পরিক সুসম্পর্ক রাখা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, নিজের জন্য যা পছন্দ তা অন্যের জন্য পছন্দ করা এবং কেউ বিবাদে জড়িয়ে পড়লে মীমাংসা করে দেয়া সবই মহান আল্লাহর নির্দেশ। এগুলোতে মহান আল্লাহ রহমত নাজিল করেন। পরস্পর কল্যানকামী ও একে অপরের প্রতি দরদী হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

“নিশ্চয়ই মু’মিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও” (সুরা হুজরাত: ১০)।

প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের সুন্নতও বটে। তিনি তাঁর উম্মতকে পরস্পর কল্যাণকামী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। জারির ইবনু আবদুল্লাহ রা. বলেছেন,

«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

“আমি আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার, জাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার” (সহিহ বুখারি: ৫৭)।

মু’মিনের করণীয় হল অপর মু’মিন ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা, তাকে অকল্যাণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা। সাধ্যমত একে অন্যকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। দুনিয়া

ও আখেরাতে যা যা কল্যাণকর, সেসব বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া, তাদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা, তাদের দোষ গোপন রাখা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, তাদের প্রতি দয়া ও করুণা করা, তাদের বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, সদুপদেশের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা, তাদের সঙ্গে প্রতারণা-হিংসা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।

কল্যাণ কামনার একটি দিক হল, নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তা অপরের জন্যও পছন্দ করা। যদি কারো মধ্যে এ গুণটি অর্জন না হয়, তাহলে সে অপরের জন্য কল্যাণকামী বলে বিবেচিত হবে না। কল্যাণ কামনার নামই তো দ্বীন। এ গুণটি না থাকলে এমনকি সত্যিকার ঈমানদার বলেও গণ্য হবে না। আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

"তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে যা নিজের জন্য করে থাকে" (সহিহ বুখারি: ১৩; সহিহ মুসলিম: ৪৫)।

হাদিসের উদ্দেশ্য হল, প্রতিটি ব্যক্তি যেমন নিজের ব্যাপারে পছন্দ করে যে, লোক যেন তার সম্মান করে, তার সাথে উত্তম আচরণ করে, তার ভালো কাজে প্রতিদান দেয়, মন্দকাজ হলে তাকে ক্ষমা করে দেয় ও তা থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নেয়, এরূপভাবে তারও উচিত, অন্যদের সাথে এরূপ আচরণ করা।

যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারে ও নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারে তার পক্ষেই কেবল এরূপ করা সম্ভব। আর যারা সবসময় নিজের স্বার্থে কাজ করে, সে কল্যাণকামী হতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তা পছন্দ না করলে– সে-ই স্বার্থপর। এ গুণটি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন। মুসলিম-জীবনে এ গুণটির অভাব সবচেয়ে বেশি। এ গুণটিকে ঈমানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এটি ঈমানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

অন্যের জন্য দোআ করলেও তার কল্যাণ কামনা করা হয়। অন্যের জন্য দোআ করলে ফেরেশতারা বলেন, হে আল্লাহ এ দোআটি আগে দোআকারীর জন্য কবুল করুন। অন্য ফেরেশতারা আমিন বলেন। ফেরেশতাদের কোনো গুনাহ নেই। তারা যে দোআ করেন, সেটাই কবুল হয়। তাই অন্যের জন্য দোআ করলে আল্লাহ সেটা

সর্বপ্রথম দোআকারীকেই দান করবেন। সাফওয়ান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সিরিয়াতে আবু দারদা রা.-এর ঘরে গেলাম। আমি তাকে ঘরে পেলাম না; বরং সেখানে উম্মু দারদাকে পেলাম। তিনি বললেন, আপনি কি এ বছর হজ পালন করবেন? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট আমাদের কল্যাণের জন্যে দোআ করবেন। কেননা, নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

«دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ».

একজন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দুআ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকটে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, যখন সে তার ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করে তখন নিয়োজিত ফেরেশতা বলে থাকে "আমীন এবং তোমার জন্যও অবিকল তাই" (সহিহ মুসলিম: ২৭৩৩)।

অন্যের জন্য দোআ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞

“হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু” (সুরা হাশর: ১০)।

এ জন্য বুদ্ধিমানরা নিজের একান্ত কোনো জিনিসের প্রয়োজনের হলে ওই জিনিস অন্যের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকে। তখন আল্লাহ তার সেই প্রয়োজন পূরণ করে দেন।

কিছু আনসারি সাহাবি নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, এক লোক রাসুলের দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! ক্ষুধা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রীদের কাছে খাবার চেয়ে পাঠালেন কিন্তু তাদের কাছে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি বললেন, এমন কোনো লোক কী

পাওয়া যাবে যে, আজ রাতে এ লোকটিকে মেহমানদারী করাবে? আল্লাহ তাকে রহমত করবেন। আনসারি এক লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তার মেহমানদারীর দায়িত্ব নিচ্ছি। লোকটি তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তাকে বললেন, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান, সুতরাং কোনো কিছু বাকি না রেখে সবকিছু দিয়ে হলেও মেহমানদারী করবে। মহিলা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার কাছে তো কেবল বাচ্চার খাবারই অবশিষ্ট আছে। আনসারি বললেন, ঠিক আছে, রাতের খাবারের সময় হলে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দিও, তারপর আমরা বাতি নিভিয়ে দিব, এ রাতটি আমরা কষ্ট করে না খেয়েই কাটিয়ে দিব, যাতে মেহমান খেতে পারে। কথামত তাই করা হল এবং সকালে যখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আনসারি লোকটি আসলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, মহান আল্লাহ গতরাত্রে তোমাদের কাণ্ড দেখে হেসেছেন অথবা বলেছেন, আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। আর তখনই এ আয়াত নাজিল হয়েছিল

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ۝

“আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়- নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত যাদেরকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম” (সুরা হাশর: ৯; সহিহ বুখারি: ৩৭৯৮, ৪৮৮৯; সহিহ মুসলিম: ২০৫৪)।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে মানুষের কল্যাণকামী হিসেব কবুল করুন এবং আনসারি সাহাবিগণের ন্যায় নিজেদের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে ও নিজের প্রছন্দের উপর অন্যের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়ার তাওফিক দান করুন।

সুন্দর ও নম্র আচরণ

অনেক বড় আমলে সালেহ

আল কুরআন উত্তম ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্মান চর্চাকে গুরুত্ব সহকারে উৎসাহিত করে যেমন সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা এবং সুন্দর আখলাক। কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত ইবাদত এর যে অন্তর্নিহিত শিক্ষা তার সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং আমল না করার কারণে, পরিবার ও সমাজে উন্নত চরিত্র এবং আখলাক এর গুরুত্ব অবহেলিত। আমাদের প্রিয়নবী মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইসলাম প্রচারের ও সফলতার মূল ভিত্তিই ছিলো রাসুলুল্লাহর দাওয়াতের মধ্যে উত্তম আখলাকের 'প্রতিনিধিত্বমূলক' বৈশিষ্ট্য। কুরআনে উত্তম আখলাকের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুমান থেকে দূরে থাকা: আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

"হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুমান থেকে দূরে থেকো। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমান করা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয়ের সন্ধান কোরো না ও একে অপরের অসাক্ষাতে তার নিন্দা কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? না, তোমরা তো তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তওবা গ্রহণ করেন, দয়া করেন" (সুরা হুজুরাত: ১২)।

পরনিন্দা থেকে দূরে থাকা: সুরা হুমাজার ১ম আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

"দুর্ভোগ এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) মানুষের নিন্দা করে আর (অসাক্ষাতে) দুর্নাম করে"।

তিনি আরো বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞

"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু" (সুরা হুজুরাত: ১১) ।

উপদেশ দেয়ার আগে নিজে পালন করা: আল্লাহ বলেন,

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ۞

"উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল" (সুরা বাকারা: ২৬৩) ।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ۞

"আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, এতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে" (সুরা নিসা: ৩৬)।

অন্যের দোষ গোপন রাখাঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন (সহিহ মুসলিম; ২৫১০; মুসনাদ আহমদ: ২৭৪৮৪, ৮৯৯৫)।

ক্ষমাকারীকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন: আল্লাহ কুরআনে বলেন,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۝

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে ও যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ (সেই) সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন" (সুরা আলে ইমরান: ১৩৪) ।

সুন্দর আচরণ আর ভালো কথা এমন একটি অনেক ওজনে ভারী একটি আমল যার কোনো ক্ষয় নেই। যুগে যুগে নবি-রাসুলরা অন্ধকারে নিমজ্জিত, পথহারা, দিশেহারা মানুষদের আলোর পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন সুন্দর আচরণের মাধ্যমে। তারা ছিলেন উদারতা ও ক্ষমার প্রতীক। আল্লাহ তাআলা নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর" (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯)।

সহিহ মুসলিম উল্লেখ আছে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সুন্দর আচরণই নেক আমল"।

ভালো কথা, ভালো ব্যবহার, সুন্দর আচরণের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তির সার্বিক পরিচয় ফুটে ওঠে, তার উন্নত ব্যক্তিত্বের প্রমাণ মেলে। সুন্দর আচরণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। যারা সবসময় মানুষের সঙ্গে ভালো কথা বলে, সুন্দর আচরণ করে তাদের সমাজের, দেশের সবাই অত্যন্ত পছন্দ করে, ভালোবাসে, সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। আল্লাহ তাআলাও তাদের অত্যন্ত পছন্দ করেন। একটি ভালো কথা, সুন্দর আচরণ একটি ভালো গাছের মতো। সুন্দর আচরণকারীর সামনে-পেছনে মানুষ তার প্রশংসা করে। তার জন্য মন খুলে দোআ করে। ফলে আল্লাহ এবং আসমান-জমিনের ফেরেশতারাও তাকে অনেক পছন্দ করে।

আমাদের নবি ছিলেন সদা-সত্যভাষী, হিতভাষী, শুদ্ধভাষী, সুভাষী এবং মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণকারী। তাই তিনি ছিলেন সব মানুষের সেরা। কারো সঙ্গে হেসে কথা বলাও উত্তম আখলাক এর অংশ। মানুষের সুন্দর ব্যক্তিত্ব তার চেহারায় প্রকাশ পায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুন্দর আচরণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অভ্যাসও গুরুত্ব বহন করে। সুন্দর আচরণকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন এবং অন্যের কাছে অনুসরণীয় হতে হলে খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করতে হবে। ভালো আচরণের সঙ্গে অভ্যাসের সমন্বয় একজন মানুষ অন্যদের কাছে তাড়াতাড়ি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে। যার কারণে পারিবারিক, সামাজিকভাবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। হয়ে ওঠে সবার প্রিয় এবং আস্থার প্রতীক। তার সঙ্গে অন্য সব শ্রেণির মানুষের যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক দৃঢ় হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এর মাধ্যমে জান্নাত লাভ করার সক্ষমতা দিন।

কুরআনে দোআ
ও
প্রার্থনার গুরুত্ব

দোআ হল মু'মিনের হাতিয়ার, যা তাকে আল্লাহর রহমত ও বরকতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ কুরআনে বারবার আমাদের দোআর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি তারা আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকে, তবে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন।

কুরআনে দোআর গুরুত্ব সম্পর্কিত আয়াত

সুরা গাফির (৪০:৬০) - দোআ করার নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতি:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۞

"তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' "।

সুরা আরাফ (৭:৫৫) - বিনয়ের সঙ্গে দোআ করার নির্দেশ:

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে ডাকো। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"।

সুরা বাকারা (২:১৮৬) - আল্লাহ আমাদের খুব নিকটবর্তী:

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۞

"যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, (বলো) আমি তো খুবই নিকটে। যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব, তাদেরও আমার আদেশ মানা উচিত এবং আমার প্রতি ঈমান আনা উচিত, যাতে তারা সঠিক পথ পায়"।

সুরা নামল (২৭:৬২) - বিপদগ্রস্তদের দোআ কবুল হয়:

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْۤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۞

"কে সেই সত্তা যে সংকটগ্রস্তের দোআ কবুল করে, যখন সে তাঁকে ডাকতে থাকে? আর কে বিপদ দূর করে ও তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে? আল্লাহ ব্যতীত কি আর কোনো উপাস্য আছে? তোমরা খুব সামান্যই শিক্ষা গ্রহণ করো!"

সুরা ওয়াকিয়া (৫৬:৭৪) - দোআর মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা করা:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۞

"অতএব, তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো"।

সুরা তাওবা (৯:১০৩) - গুনাহ মুক্তির জন্য দোআর সাথে সদকা:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞

"তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করো, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও কল্যাণশীল করবে এবং তাদের জন্য দোআ করো। নিশ্চয়ই তোমার দোআ তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।

এ থেকে বোঝা যায়, দোআ শুধু ইবাদতের অংশ নয়, এটি আল্লাহর রহমত লাভের অন্যতম উপায়। যারা দোআ করতে ভালোবাসেন এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।

দোআ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত - নেক আমল ও উপস্থাপনার ভূমিকা

অনেক সময় দোআ কবুল না হওয়ার পেছনে কারণ থাকে। নেক আমল ও সঠিক উপস্থাপনা দোআ কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। সুরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন যে দোআর মাধ্যমে কী চাওয়া উচিত। আল্লাহর মাধ্যমে হেদায়াত পাওয়াই হচ্ছে আমাদের দোআর মূল উদ্দেশ্য।

তাকওয়ার ভিত্তিতে জীবন গড়া: আল্লাহ বলেন, "সে কি উত্তম, যে তার ভবন আল্লাহভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির ওপর ভিত্তি করে নির্মাণ করেছে, নাকি সে, যে তার ভবন নির্মাণ করেছে এক বিপজ্জনক খাদের কিনারায়, যা ভেঙে পড়ে তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে?" (সুরা তওবা: ১০৯)।

হালাল জীবিকা ও পবিত্রতা: রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য গ্রহণ করে, তার দোআ কবুল হয় না" (সহিহ মুসলিম: ১০১৫)।

নেক আমল দোআ কবুলের জন্য সহায়ক: রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি কেউ দোআর আগে একটি নেক আমল করে, তবে তার দোআ অধিকতর কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে" (আল-আদাবুল মুফরাদ: ৭১১)।

খারাপ কাজের জন্য অনুশোচনা ও তওবা দোআ কবুলের নিয়ামক: আল্লাহ বান্দার অনুশোচনা পছন্দ করেন এবং তওবা অথবা ফিরে আসার প্রচেষ্টাকে আল্লাহর রহমতের প্রতি বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে দেখেন। সুতরাং দোয়ার মধ্যে বান্দা যখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং সঠিক পথের জন্য আবেদন করে, আল্লাহ তা সুনজরে দেখেন। নিম্নের আয়াতসমূহে এ সম্মন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

"যারা অসৎ কাজ করে তারা পরে তওবা করলে ও বিশ্বাস করলে তাঁর প্রতিপালক তো তাদেরকে তারপর ক্ষমা ও দয়া করবে" (সুরা আরাফ: ৫৩)।

"আল্লাহ তো সেইসব লোকের তওবা গ্রহণ করবেন যারা ভুল করে মন্দ কাজ করে। এরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী" (সুরা নিসা: ১৭)।

দোআর মধ্যে আল্লাহর ইসমে আজম ব্যবহার: রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ইসমে আজম দিয়ে দোআ করে, তার

দোআ প্রত্যাখ্যান করা হয় না" (সুনান আবু দাউদ: ১৩৪১)। আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহর উত্তম নামসমূহ রয়েছে, অতএব, তোমরা সেই নামসমূহ দ্বারা তাঁকে ডাকো" (সুরা আ'রাফ: ১৮০)।

আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর ভরসা রাখা: দোআর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ আমাদের দোআ গ্রহণ করবেন– এই জীবনে অথবা পরকালে। দোআ কবুলের উপযুক্ত সময় আল্লাহই ভালো জানেন এবং এ ব্যাপারে হতাশ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন, "আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাক গ্রহণ করব" (সুরা গাফির: ৬০)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনো মুসলমান যখন দোআ করে, যদি তাতে পাপ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আবেদন না থাকে, তবে আল্লাহ তাকে তিনটি জিনিসের একটিতে সম্মানিত করেন: (১) তার দোআ কবুল করেন, (২) তার কোনো বিপদ দূর করেন, (৩) আখিরাতে তার জন্য দোআর প্রতিদান সংরক্ষণ করেন" (মুসনাদ আহমাদ: ১১১৩৩)।

আল্লাহর সাথে সরাসরি সংযোগ: ইসলামে দোআর জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে দোআ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি। যখন কোনো আহ্বানকারী আমাকে ডাকবে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব" (সুরা বাকারা: ১৮৬)।

দোআ যেন বিনয় ও বিশ্বাসের সাথে হয়: কোরআনে আলণ্চাহ বিনয়ের সাথে তাঁকে ডাকার কথা বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা এমনভাবে দোআ করো যেন তা কবুল হবে বলে তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, কেননা গাফিল হৃদয় থেকে করা দোআ আল্লাহ কবুল করেন না" (সুনান তিরমিজি: ৩৪৭৯)।

সেজদার সময় দোআ করা: সেজদা করার সময় মানুষ আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন সে তার রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব, তোমরা এ অবস্থায় অধিক পরিমাণে দোআ করো" (সহিহ মুসলিম: ৪৮২)।

পার্থিব বিষয় না চাওয়া: দোআ করার সময় দুনিয়াবি বিষয় চাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা এই

দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের কল্যাণের জন্য দোআ করো, কারণ আখিরাতই তোমাদের প্রকৃত আবাস" (সুনান তিরমিজি)।

কুরআনের দোআ ব্যবহার করাঃ কী দোআ করতে হবে, মহান আল্লাহ তা আমাদের জন্য কুরআন শরিফেই উল্লেখ করেছেন। তাই দোআর জন্য কুরআনের মধ্যে থাকা দোআগুলো ব্যবহার করাই সর্বোত্তম।

অতএব, দোআ কবুল হওয়ার জন্য আমাদের উচিত নেক আমলের ওপর মনোযোগী হওয়া, হারাম থেকে দূরে থাকা, আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ব্যবহার করা, ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্তা রাখা। আল্লাহ আমাদের দোআ শুনবেন এবং উত্তম প্রতিদান দেবেন।

আল্লাহ কুরআনে যে দোআ শিখিয়েছেন

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দোআ শিখিয়েছেন, যা তাঁর বান্দারা বিভিন্ন সময়ে করতে পারে। এই দোআগুলো আমাদের ইবাদত, জীবন পরিচালনা এবং আখিরাতের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আমাদের আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য্য, ও ক্ষমার জন্য অত্যন্ত কার্যকর দোআ। এই দোআগুলোর মাধ্যমে আমরা পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারি।

কুরআন বিভিন্ন নবি-রাসুলদের দোআ বর্ণনা করেছে, নবিরা করেছেন, আল্লাহ পছন্দ করেছেন এবং কবুল করেছেন। সুতরাং, দোআ করি আল্লাহর কাছে রাসুল এবং প্রিয় বান্দারা যে দোআ করেছেন তা আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন কুরআন এর মাধ্যমে।

সুরা ফাতিহাঃ কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ দোআ

কুরআন এর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম সুরা ফাতিহা। এই সুরাটি আল কুরআন এর প্রারম্ভিকা হিসাবে রাখা হয়েছে বলে এর নাম সুরা ফাতিহা। সুরা ফাতিহার অনেকগুলো নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উম্মুল কিতাব এবং আসাসুল কুরআন, যার অর্থ সম্পূর্ণ কুরআনের সারাংশ এই সুরায় কেন্দ্রীভূত করা এবং এটাই কুরআনের ভিত্তি। বরকতময় এই সুরা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের মূল প্রতিফলন। সুরা ফাতিহা একমাত্র সুরা যা নামাজের প্রতি রাকাতে পরিপূর্ণভাবে পড়ার নিয়ম রয়েছে।

সুরা ফাতিহার কাঠামো আল্লাহর শেখানো প্রার্থনা হিসাবে দুইভাগে সাজানো হয়েছে। প্রথম ভাগে আল্লাহর প্রশংসা ও পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে আল্লাহর কাছে বান্দার আবেদন।

সাত আয়াতের সুরা ফাতিহা শুরু হয় 'আলহামদুলিল্লা হি রব্বিল আল-আমীন' দিয়ে- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি হচ্ছেন 'রব'। আর 'রব' হলো যিনি সৃষ্টি করেন, সামঞ্জস্য করেন এবং হেদায়েত করেন। আর যিনি এই প্রশংসার যোগ্য তার পরিচয় হচ্ছে 'আর রাহমানির রাহীম'- পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময়। আল্লাহ এর পরে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন যে তিনি 'বিচারদিনের মালিক'। একদিকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ, অন্যদিকে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতি- এর মাঝেই আল্লাহর পরিচয় গভীরভাবে নিহিত। বিচার দিন সম্পর্কে কুরআন এ বলা আছে, সেইদিন প্রতিফল পাওয়ার দিন এবং একমাত্র কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর। 'প্রত্যেক মানুষই তার উপার্জন হিসেবে তার ফল পাবে' (সুরা বাকারা: ২৮১)।

এরপরে আমরা কী চাইবো তাও আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছেন- শুরুতেই স্বীকারোক্তি দিয়ে "ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈন"– একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। এই এবাদাত হচ্ছে অবিচল বিশ্বাস, ধৈর্য্য এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহর কাছেই সরাসরি চাইতে হবে এবং কোনো মাধ্যম লাগবে না- এটাই আল্লাহর একত্ববাদের মূল ভিত্তি। "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সারা দেবো" (সুরা গাফির: ৬০)।

এরপরে আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন যে "আমাদের সরল সঠিক পথে চালিত করো- নেয়ামত প্রাপ্তদের পথে, পথভ্রষ্টদের পথে নয়"। কুরআনে আল্লাহ বলেন, সরল সঠিক পথ দেখানোর মালিক তিনিই। আমাদের সঠিক পথের আবেদনের পরপরই সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেন, "এই সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাবধানিদের জন্য এ পথপ্রদর্শক"।

কিভাবে পথের সন্ধান চাইতে হবে তা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন "তোমরা গোপনে এবং বিনয়ের সাথে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো" (সুরা আরাফ: ৫৫)। সঠিক পথ আল্লাহ কাকে দেখাবেন, সুরা মায়িদায় বলেন, "যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ (কুরআন) দিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন"।

পরম করুণাময় আমাদেরকে সঠিক পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করুন, এবং তার মায়ামমতার ছায়ায় আমাদের বিচার সহজ করে দিন- এই প্রার্থনা। 'আল্লাহুম্মা হাসিবনি হিসাবান ইয়াসিরা'- হে আল্লাহ, (কেয়ামতের দিন) আমার কাছ থেকে সহজ করে হিসাব নিন।

সুরা বাকারা আয়াত ১২৭

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞

(রব্বানা তাকাব্বাল মিননা, ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম)

"হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে (এ আমল) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।

সুরা বাকারা আয়াত ২০১

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

(রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও, ওয়াকিনা আজাবান্নার)

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন"।

সুরা বাকারার আয়াত ২৫৫ (আয়াতুল কুরসী, আল্লাহর পরিচয় ও প্রসঙ্গ)

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۞

(আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। লা তা খুযুহু সিনাতুও ওয়ালা নাউম। লাহু মা ফিস্ সামা-ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি। মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ' ইন্দাহু ইল্লা বিইজনিহি। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদিহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়্যিম্ মিন ইলমিছি ইল্লা বিমা শা-আ' ওয়াসিআ' কুরসিইয়্যুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি, ওয়ালা ইয়াউদুহ হিফযুহুমা ওয়াহুওয়াল আলিইয়্যুল আ'জিম)

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, তা তাঁরই। কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করে? তিনি লোকদের সমুদয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা জানেন। পক্ষান্তরে মানুষ তাঁর জ্ঞানের কোনকিছুই আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়, তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছে করেন সেটুকু ছাড়া। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করে আছে এবং এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল, মহান"।

সুরা বাকারা আয়াত ২৮৬

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۫ وَاغْفِرْ لَنَا ۫ وَارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۞

(রব্বানা লা-তু আখজিনা-ইন নাসিনা- আও আখত'না। রব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিন কবলিনা। রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা তকাতালানা বিহ। ওয়াআ'ফু আন্না, ওয়াগ ফিরলানা, ওয়ার হামনা। আংতা মাওলানা, ফানছুরনা আ'লাল কওমিল কাফিরিন)

"হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির (তথা অত্যাচারী, অবাধ্য) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন"।

সুরা আরাফ আয়াত ২৩ (আদম আ. হাওয়া আ.-এর দোআ)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞

(রব্বানা জ্বলামনা আনফুছানা ওয়াইল লাম তাগফির লানা ওতার হামনা লানাকুনান্না মিনাল খছিরীন)

"হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর জুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব"।

সুরা আল-আম্বিয়া আয়াত ৮৭ ও ৮৮ (জুন-নুন এর দোয়া)

সে (ইউনুস আ.) অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল,

لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ۞

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জ্বলিমীন)

"তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র মহান। আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী।"

فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞

(ফাছতাজাবনা-লাহ্ওয়া নাজ্জাইনা-হু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযা-লিকা নুনজিল মু'মিনীন)

"আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম ও তাকে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করে থাকি"।

সুরা মু'মিনুন আয়াত ৯৭-৯৮ (নূহ আ. এর দোআ)

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞

(রব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাযাতিশ শায়াতীন। ওয়াআ'উযুবিকা রব্বি আই ইয়াহদুরুন)

"হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই"।

সুরা মু'মিনুন আয়াত ১০৯

رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ۞

(রাব্বানা আ-মান্না-ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা-ওয়াআনতা খাইরুর রা-হিমীন)

"হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"।

সুরা আহকাফ আয়াত ১৫

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

(রব্বি আওযিনি আন আশকুরা নিমাতাকা যাতি আনআম্‌তা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়া আন আমাল সালিহান তারদাহু ওয়া আসলিহ লি ফি জুররিয়্যাতি, ইন্নি তুবতু ইলাইকাও ইন্নি মিনা আল-মুসলিমিন)

"হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে শক্তি তিন যাতে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমাকে ও আমার পিতামাতাকে আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য, আর যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন আমার সন্তানসন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই দিকে মুখ ফিরালাম ও আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম"।

সুরা ইবরাহিম আয়াত ৩৮ (ইবরাহিম আ. এর দোআ)

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞

(রব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা নুখফী ওয়া-মা নু'লিনু ওয়া-মা ইয়াখফা আলাল্লাহি মিন শাইয়িন ফিল আরদি ওয়া-লা ফিস সামা-য়ি)

"হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না জমিনে না আসমানে"।

সুরা আলে ইমরান আয়াত ৮

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۞

(রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইজ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহহাব)

"হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা"।

সুরা আলে ইমরান আয়াত ৩৮ (জাকারিয়া আ. এর দোআ)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞

(রব্বি হাব লী মিল্লাদুনকা যুররিয়্যাতান তইয়িবাতান, ইন্নাকা সামীউদ দোআ)

"হে আমর রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী"।

সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯১ (যিকিরের নিয়ম ও প্রকৃতির রহস্য নিয়ে চিন্তা করতে)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

(রব্বানা মা খলাক্বতা হাযা বাতিলান, সুবহানাকা ফাক্বিনা আজাবান না-র)

"হে আমাদের রব, আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র মহান। সুতরাং আপনি আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন"।

সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯৩

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۞

(রব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়াকাফফির আন্না সাইয়িআতিনা ওয়াতাওয়াফফানা মা'আল আবরার)

"হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং বিদূরিত করুন আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে"।

সুরা আলে ইমরান আয়াত ১৯৪

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۞

(রব্বানা ওয়াআতিনা মা ওয়াআদতানা আলা রুসুলিকা, ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল কিয়ামাতি, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মি'আদ)

"হে আমাদের রব, আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রাসুলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয় আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না"।

সুরা নিসা আয়াত ৭৫ (নির্যাতিত জনপদের মানুষের দোআ)

رَبَّنَآ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡيَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِيۡرًا ۞

(রব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল করইয়াতিজ জ-লিমি আহলুহা। ওজআল লানা মিল্লাদুনকা ওয়ালিয়্যান, ওজাআল লানা মিল্লাদুনকা নাছিরা)

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী"।

সুরা আশ শুয়ারায় আয়াত ৮৩-৮৫ (ইবরাহিম আ. এর দোআ)

رَبِّ هَبۡ لِىۡ حُكۡمًا وَّاَلۡحِقۡنِىۡ بِالصّٰلِحِيۡنَ ۞ وَاجۡعَلۡ لِّىۡ لِسَانَ صِدۡقٍ فِى الۡاٰخِرِيۡنَ ۞ وَاجۡعَلۡنِىۡ مِنۡ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيۡمِ ۞

(রব্বি হাবলী হুকমাও ওয়া আল হিক্বনী বিস সলেহীন ওজাআল লী লিছানা ছিদক্বিন ফিল আখিরীন ওজআলনী মিও ওয়ারাছাতি জান্নাতিন নাঈম)

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞান দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর পরে যারা আসবে, আমাকে তাদের মধ্যে যশস্বী করো। আর আমাকে জান্নাতুন নায়িম (সুখকর উদ্যান)-এর একজন উত্তরাধিকারী করো"।

সুরা নামল আয়াত ১৯ (সুলাইমান আ. এর দোআ),

رَبِّ اَوۡزِعۡنِىۡۤ اَنۡ اَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰٮهُ وَاَدۡخِلۡنِىۡ بِرَحۡمَتِكَ فِىۡ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيۡنَ ۞

(রব্বি আওযি'নী আন আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আনআমতা আলাইয়া ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়া ওয়াআন আ'মালা সলিহান তারদা-হু ওয়া আদখিলনী বিরাহমাতিকা ফি এবাদিকাস সলেহীন)

"হে আমার রব, আপনি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য আমাকে আপনার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দিন। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনার অনুগ্রহ আপনি আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন"।

সুরা আল-কাসাস আয়াত ১৬ (মুসা আ. এর দোআ),

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي ۞

(রব্বি ইন্নী যলামতু নাফসী ফাগফিরলী)

"হে আমার রব, নিশ্চয় আমি আমার নফসের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন"।

সুরা তাহা আয়াত ২৫ - ২৭ (মুসা আ. এর দোআ)

رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا۟ قَوْلِي ۞

(রব্বিশ রহলী সদরী ও ইয়াছছিরলী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিল লিসানী ইয়াফকাহু কাউলী)

"হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন, এবং আমার কাজ সহজ করে দিন আর আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে"।

সুরা ইউসুফ আয়াত ১০১ (ইউসুফ আ. দোআ)

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّٰلِحِينَ ۞

(রব্বী কদ আতাইতানি মিনাল মুলকি ওয়াআল্লামতানী মিন তা'বিলিল আহাদিস। ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, আনতা ওলিইয়ি ফিদ দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ, তওয়াফফানী মুসলিমাও ওয়াআলহিক্বনী বিস সলেহীন)

"হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্তায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন"।

সুরা হুদ আয়াত ৪৭ (নূহ আ. এর দোআ)

رَبِّ اِنِّیۡۤ اَعُوۡذُ بِکَ اَنۡ اَسۡـَٔلَکَ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِہٖ عِلۡمٌ ؕ وَ اِلَّا تَغۡفِرۡ لِیۡ وَ تَرۡحَمۡنِیۡۤ اَکُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ۞

(রাব্বী ইন্নী আউযুবিকা আন আসআলাকা মা লাইছা-লী বিহি ঈলমুন, ওয়া ইল্লা তাগফির লী ওয়া তারহামনী আকুম মিনাল খছিরীন)

"হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব"।

সুরা কাহফ আয়াত ২৮

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ۞

(ওয়াসবির নাফসাকা মাআল্লাযীনা ইয়াদঊনা রব্বাহুম বিল-গতাদি ওয়াল আশিইয়ি, ইউরিদুনা ওয়াজহাহু ওয়ালা তা'দু আইনাকা আনহুম তুরিদু জিনাতাল হায়াতিদ দুনিয়া; ওয়ালা তুতি' মান আগফালনা কলবাহু আন জিকরিনা ওয়াত্তাবাআ হাওওয়াহু; ওয়াকানা আমরুহু ফুরুতা)

"তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টিলাভের আশায়, আর তাদের ওপর থেকে তুমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের শোভা কামনা ক'রে। আর যার হৃদয়কে আমি অমনোযোগী করেছি আমাকে স্মরণ করার ব্যাপারে, যে তার খেয়ালখুশির অনুসরণ করে আর যার কাজকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তাকে তুমি অনুসরণ কোরো না"।

সুরা ইখলাস

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۞

(কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুসসামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহ্কুফুওয়ান আহাদ।)

বলো, 'তিনি আল্লাহ্ (যিনি) অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ সবার নির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সুরা ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلْعُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

(কুল আ'ঊযুবিরাব্বিল ফালাক। মিন শাররি মা-খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-ছিকিন ইযা-ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-ছা-তি ফিল 'উকাদ। ওয়া মিন শাররি হা-ছিদিন ইযা-হাছাদ।)

বলো, 'আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে; অমঙ্গল হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিঁটে ফুঁ দিয়ে জাদু করে। এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে'।

সুরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

(কুল আ'ঊযুবিরাব্বিন্না-ছ,। মালিকিন্না-ছ। ইলা-হিন্না-ছ। মিন শাররিল ওয়াছ ওয়া-ছিল খান্না-ছ। আল্লাযী ইউওয়াছইছু ফী সুদূরিন্নাছ। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-ছ।)

বলো, 'আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধীশ্বরের, মানুষের উপাস্যের, তার কুমন্ত্রণার অমঙ্গল হতে, যা সুযোগমতো আসে ও সুযোগমতো স'রে পড়ে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্ড়রে, জিনের মধ্য থেকে বা মানুষের মধ্য থেকে।

দুনিয়ার জীবন অস্থায়ী। প্রকৃত জীবনের সূচনা হবে আখিরাতে। তাই আমাদের উচিত দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির জায়গা হিসেবে দেখা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۞

“তোমরা জেনে রাখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদের আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়” (সুরা হাদিদ: ২০)।

ঈমান এবং আমলে সালেহার যে গুরুত্ব এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো, সেগুলো জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করাই হচ্ছে মু'মিনের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই পরীক্ষায় সফল হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন!

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে
তারাই সৃষ্টির সেরা।
(সুরা বায়্যিনাহ: ৭)

তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে সাহায্য করবে না। কাছে আসবে তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আর তারা তাদের কাজের জন্য বহুগুণ পুরস্কার পাবে, তারা নিরাপদে প্রাসাদে বসবাস করবে।
(সুরা সাবা: ৩৭)

যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে পরীক্ষার করার জন্য যে কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী ও অতি ক্ষমাশীল।
(সুরা মুলক: ২)

কুরআন বুঝে পড়ি
কল্যাণ ও প্রশান্তির পথ চলি

MARZIA KARIM
Foundation